পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ খবর জানার জন্য ক্লিক করুনঃ
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৩য় বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা ঃ ৬ অক্টোবর ২০১২ ঃ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ঃ শুভেচ্ছা মূল্যঃ ১০ টাকা
মোট ইস্যুঃ ১২ email: jatiodak@gmail.com

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর পরিকল্পিত হামলা

রাঙামাটি শহরে গত ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার পাহাড়িদের ওপর এক পরিকল্পিত হামলায় নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান, কলেজের শিক্ষক ও এক সাংবাদিকসহ শতাধিক পাহাড়ি আহত হয়েছেন। এছাড়া হামলাকারী বাঙালিরা বনরূপায় পাহাড়িদের বেশ কয়েকটি দোকান পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও হামলা চালায় এবং একটি বাস ও ৫টি মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত হামলাকে পূর্ব পরিকল্পিত আখ্যায়িত করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি করেছেন। তিনি হামলার সময় পুলিশের নিরব ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বলেন, পুলিশ দাঙ্গাকারীদের বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করেনি; প্রশাসনের পক্ষ থেকে সময় মতো পদক্ষেপ নেয়া হলে এই ভয়াবহ হামলা ও ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হতো।

ঘটনার সূত্রপাতঃ
সকাল সাড়ে দশটার দিকে রাঙামাটি সরকারী ডিগ্রী কলেজে বাংলাদেশ ছাত্র লীগ ও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে একটি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। পরে তা দ্রুত পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষের রূপ নেয়। এ সময় এক জন সেনা সদস্যসহ উভয় পক্ষের ৪২জন আহত হন।

এরপর হামলা
কলেজের উক্ত সংঘর্ষের জের ধরে শত শত উচ্ছৃংখল বাঙালি সাড়ে এগারটার দিকে বনরূপা, নিউ মার্কেট, কালিন্দিপুর, কলেজ গেটসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়িদের ওপর হামলা চালায়। তারা পাহাড়িদের দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও ক্লিনিকে ব্যাপক ভাঙচুর করে। বনরূপায় পাহাড়িদের ৪ - ৫টি মোটর সাইকেল ও কলেজ গেটে একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ হামলায় বনরূপার পেট্রোল পাম্প এলাকায় ডাঃ কনিষ্ক চাকমার মেডিক্যাল চেম্বার, ডাঃ পরেশ খীসার ক্লিনিক ও সুকুমার দেওয়ানের ওয়ান ব্যাংক তছনছ করে দেয়া হয়।

সেনাসদস্যদের উপস্থিতিতেই বাঙালিরা এভাবে ভাঙচুর চালায়। ছবিতে সেনা সদস্যদের সামনে দেশীয় অস্ত্র হাতে এক বাঙালি যুবককে দেখা যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত।

কলেজ শিক্ষকদের মারধর
বাঙালিরা রাঙামাটি সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ বাজিতা খীসার কক্ষে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। সেখানে তারা কলেজের শরীর চর্চার শিক্ষক ওয়াইচিং মারমাকে মারধর করে। এছাড়া গণিতের শিক্ষক বিমান দত্ত ও উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষক সমীর কান্তি দাশ ২য় পাতায় দেখুন

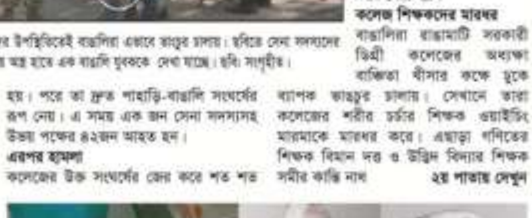

রাঙামাটিতে বাঙালিদের হামলায় গুরুতর আহত ডাঃ সুশোভন দেওয়ান সহ দুই ইউপি চেয়ারম্যান। সুশোভন দেওয়ান বর্তমানে ঢাকায় স্কয়ার এন্ড হোপ হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পানছড়িতে সেটলার হামলায় একই পরিবারের ৩ জন পাহাড়ি আহত

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ির উত্তর শান্তিপুরে জায়গা বেদখলে বাধা দেয়ায় সেটলার হামলায় একই পরিবারের ৩ জন পাহাড়ি আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন, কান্তি ভূষণ চাকমা(৬৫) পিতা মৃত ধৃত চন্দ্র চাকমা, তার স্ত্রী লক্ষ্মী সীতা চাকমা(৬০) ও তার ছেলে ত্রিরত্ন চাকমা(৪০)। গত ২৬ আগস্ট রবিবার আনুমানিক বিকাল ৫টায় এ ঘটনা ঘটে।

উল্টাছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের অমরপুর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদ রানা (৩০) পিতা- সাদেক আলী দীর্ঘদিন ধরে কান্তি ভূষণ চাকমার বন্দোবস্তিকৃত ৫ একর জায়গা বেদখল করতে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। দু'তিন মাস আগে উল্টাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদে এ বিষয়ে এক সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সালিশ বৈঠকে কোন মীমাংসা না হওয়ায় পরে কান্তি ভূষণ চাকমা খাগড়াছড়ি কোর্টে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু ঘটনার একদিন আগে হঠাৎ করে মাসুদ রানা পুলিশ নিয়ে উক্ত জায়গায় যায় এবং ঘটনার দিন বাড়ি নির্মাণ শুরু করে। এ খবর পেয়ে কান্তি ভূষণ চাকমা, তার স্ত্রী, তার ছেলে ও অপর এক গ্রামবাসী সেখানে গিয়ে ঘর নির্মাণে বাধা দিলে মাসুদ রানা অতর্কিতে তাদের উপর দা দিয়ে হামলা চালায়। তার দায়ের কোপে কান্তি ভূষণ চাকমা, লক্ষ্মী সীতা চাকমা ও ত্রিরত্ন চাকমা আহত হয়। কান্তি ভূষণ চাকমার বাম হাতের ৩টি আঙ্গুলে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী সীতা চাকমার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে যায় এবং বাম কাঁধে সামান্য দায়ের কোপ লাগে। ত্রিরত্ন চাকমার বাম কাঁধে এবং বাম হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাদেরকে প্রথমে পানছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। লক্ষ্মী সীতা চাকমা প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়িতে গেলেও কান্তি ভূষণ চাকমা ও তার ছেলে ত্রিরত্ন চাকমাকে ৪র্থপাতায় দেখুন

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ

রাঙামাটি শহরে গতকাল শনিবার পাহাড়িদের ওপর বাঙালিদের পরিকল্পিত হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন জায়গায় এবং ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিকে রাঙামাটির নান্যাচরে ইউপিডিএফ যুক্ত সংগঠনগুলো প্রতিবাদ সমাবেশ করতে চাইলে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। নান্যাচর উপজেলা সদর, টিএন্ডটি ও নান্যাচর বাজারে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ১১টায় খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি স্বনির্ভর বাজার থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে শাপলা চত্বর, নারানখাইয়া হয়ে আবার স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রসেন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

রাঙামাটির ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত আখ্যায়িত করে তারা বলেন, পাহাড়িদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া ও তাদেরকে সব সময় ত্রাসের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করতে এই হামলা চালানো হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে ও বিভিন্ন জনের ধারণকৃত ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনে সেটলাররা লাঠি হাতে ঘোরাফিরা করছে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাচ্ছে। তারপরও কেন হামলাকারীদের একজনকেও গ্রেফতার করা হলো না তার জবাব প্রশাসনকে দিতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর হামলার পরও আজ পর্যন্ত কাউকে তার জন্য শাস্তি দেয়া হয়নি, বিচারের মুখোমুখি পর্যন্ত করা হয়নি। এ কারণে সেটলার বাঙালিদের উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিটি বার বার এ ধরনের ঘটনা ৭ম পাতায় দেখুন

মন্তব্য প্রতিবেদন

বান্দরবানে ইউপিডিএফের ওপর হামলা পূর্বপরিকল্পিত

বান্দরবান শহরের বালাঘাটায় ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৩ আগষ্ট ইউপিডিএফ নেতাকর্মীদের ওপর সন্তু গ্রুপের হামলা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। অনেকের ধারণা সন্তু লারমা নিজেই এ হামলার চূড়ান্ত নির্দেশ দেন। কারণ সেদিন তিনি পরলোকগত মং রাজাকে শেষ সম্মান জানিয়ে রাঙামাটি চলে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই ওই হামলা চালানো হয়।

বালাঘাটার স্থানীয় লোকজন জানান, বালাঘাটা থেকে কিছু দূরে সন্তু গ্রুপের একটি সশস্ত্র দল থাকে। তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা উত্তোলন করে ও বিভিন্ন সময় লোকজনকে ডেকে হুমকী দেয়। বালাঘাটা থেকে ইউপিডিএফকে উচ্ছেদ করার জন্য গত জুলাই মাস থেকে তারা কার্যক্রম শুরু করে। সন্তু গ্রুপ বালাঘাটার পাহাড়ি-বাঙালি ব্যবসায়ী ও আওয়ামী লীগ-বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে কুলুখাছড়া, ৩ নং রাবার বাগান ও জামছড়িতে ডেকে নিয়ে আলোচনা করে এবং বালাঘাটায় ইউপিডিএফের ওপর হামলা করা হলে যাতে ইউপিডিএফকে রক্ষা করতে তাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা দেয়া না হয় সেজন্য তাদেরকে অনুরোধ করে। আবার অনেককে হুমকীও দেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, আমাদের কয়েকজনকে গত ১৫ তারিখ কুলুখাছড়ায় ডাকা হয়। সেখানে জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) এর এক নেতা আমাদেরকে বলেন তারা বালাঘাটা দখল করতে চান। এজন্য সেখানে ইউপিডিএফ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করা হবে। তিনি অনুরোধ করেন যখন হামলা করা হবে তখন যেমন আমরা নিরপেক্ষ থাকি। আমি তাকে বলি, 'গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করার অধিকার সবার আছে। আপনারা সেভাবে কাজ করেন, ৪র্থ পাতায় দেখুন

হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি না হলে 'শান্তি শোভাযাত্রা' করে কোন লাভ হবে না

-- তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

ইউপিডিএফ যুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কণিকা দেওয়ান গত ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি না হলে এবং উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে 'শান্তি শোভাযাত্রা' ও 'শান্তি সভা' করে পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

রাঙামাটি শহরে জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'শান্তি শোভাযাত্রাকে' লোকদেখানো এবং প্রকৃত অপরাধী ও তাদের মদদদাতাদের আড়াল করার ব্যর্থ অপচেষ্টা মন্তব্য করে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইতিপূর্বেও পাহাড়িদের ওপর হামলার পর প্রশাসনের উদ্যোগে ঢাক ঢোল পিটিয়ে অনেক শান্তি মিছিল ৭ম পাতায় দেখুন

৩য় বর্ষ ‖ ৫ম সংখ্যা ‖ ৬ অক্টোবর ২০১২ ‖ জাতীয় ডাক

দিঘীনালায় সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়িকে নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ, ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে পুনঃবহাল

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের ভুয়াছড়ি গ্রামের বাসিন্দা মৃত বিরসেন চাকমার ছেলে জনধন চাকমাকে (৬০) নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে। পরে ইউপিডিএফ, জেএসএস(এম এন লারমা) সহ জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে প্রশাসন তাকে নিজ বসতভিটায় পুনঃবহাল করতে বাধ্য হয়েছে।

গত ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর আনুমানিক ১১টার দিকে দিঘীনালা থানার এসআই মোঃ সেলিমকে সাথে নিয়ে মেরুং থেকে সাদেক মিয়া, আফসার উদ্দিন, সাত্তার, মোজাম্মেল সহ ২০/৩০ জন সেটলার তার বসতভিটা দখল নিতে যায়। সেটলাররা তার বাড়ির সকল জিনিসপত্র ভাংচুর করে এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর তিনি দিঘীনালা সদরে পালিয়ে আসেন।

জানা যায়, জনধন চাকমার পিতা মৃত বিরসেন চাকমার নামে ১৯৬৬ সালে বন্দোবস্তিকৃত ৪ একর জায়গা রয়েছে। তার পিতার মৃত্যুর পর উক্ত জায়গাটি জনধন চাকমা ও তার বড় ভাই বিপুলেশ্বর চাকমা ওরফে খজালা ভোগ-দখল করে আসছেন। প্রায় দুই মাস আগে থেকে উক্ত জায়গাটি সাদেক আলী দাবি করতে থাকে। এরপর থেকে সমস্যার সৃষ্টি হলে জনাধন চাকমা ও বিপুলেশ্বর চাকমা বিষয়টি উপজেলা চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। তিনি তাদেরকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দিতে পরামর্শ দেন। উপজেলা চেয়ারম্যানের পরামর্শে জনাধন চাকমারা মেরুং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোশারফের কাছে বিচার দেন। বেশ কয়েকবার চেয়ারম্যানের আদালতে সালিশ বৈঠক হলেও কোন মীমাংসা হয়নি। সাদেক আলী উক্ত জায়গাটি ইন্দ্র কুমার চাকমার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন বলে জানালেও কোন ডকুমেন্ট দেখাতে পারেনি। এমনকি ইন্দ্র কুমার চাকমা নামে কোন লোককেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই, উক্ত জায়গাটি নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি না করার জন্য চেয়ারম্যান সাদেক মিয়াকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু চেয়ারম্যানের নির্দেশ অমান্য করে কিছুদিন আগে আশফাক লিডারের মাধ্যমে সাদেক মিয়া খাগড়াছড়ি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জনধন চাকমাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। গত ৮ আগস্ট উক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে প্রেরিত নোটিশ তুলে এসআই সেলিম সাদেক মিয়া, আশফাক লিডারসহ ২০/৩০ জন সেটলারকে সাথে নিয়ে উক্ত জায়গাটি তদন্তে গেলে এসআই সেলিমের সহযোগিতায় সেটলাররা জনধন চাকমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেয়।

জনাধন চাকমা জানান, উক্ত জায়গাটি আমার পিতার নামে ১৯৬৬ সালে বন্দোবস্তিকৃত। পিতার মৃত্যুর পর আমরা দুই ভাই বিপুলেশ্বর চাকমা ওরফে খজালা ও আমি এ জায়গাটি ভোগ-দখল করে আসছি। আমার বড় ভাই বিপুলেশ্বর চাকমা এ জায়গায় বসবাস না করলেও আমি দীর্ঘ বছর ধরে বসবাস করে আসছি। উক্ত জায়গার উপর আমার লাগানো সেগুন, কাঁঠাল, লিচু, বরই ইত্যাদি গাছ রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রায় দুই মাস আগেও একবার সাদেক মিয়া আমার বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। এ সময় আমি রাঙ্গামাটিতে চিকিৎসারত ছিলাম, বাড়িতে ছিলাম না। তবে, বাড়িতে আমার ছেলে-মেয়েরা ছিল। এরপর আমি মেরুং ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মোশারফের কাছে বিচার দিই। কয়েক বার সালিশে বসেও চেয়ারম্যান মীমাংসা করে দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ বসতভিটায় ঘর তুলে বসবাস করার জন্য আমাকে বলেন। এরপর আমি একটি ছোট্ট ঘরে সেখানে বসবাস করতে থাকি। কিন্তু হঠাৎ করে সাদেক মিয়া, আশফাক লিডার সহ ২০/৩০ জন সেটলার পুলিশ সহ গিয়ে আমাকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাড়ির সকল জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়েছে। এসময় আমি কাজ শেষে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। বর্তমানে আমি দিঘীনালা সদরে এসে অবস্থান করছি।

এ ঘটনার পর দিঘীনালায় ইউপিডিএফ ও জেএসএস(এমএন লারমা) পৃথক পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে জনধন চাকমাকে নিজ বসতভিটা ফিরিয়ে দেয়া ও এসআই সেলিমকে দিঘীনালা থেকে প্রত্যাহার, ক্ষতিগ্রস্ত জনধন চাকমার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়।

এদিকে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা সংবাদ মাধ্যমকেদেয়া এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, কিছু সংখ্যক সেটলার জোরপূর্বক জমি দখলে ব্যর্থ হয়ে বর্তমানে ভুয়া দলিলপত্র সংগ্রহ করে ও নানা ছলচাতুরী করে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে উচ্ছেদকৃত জনাধন চাকমাকে তার নিজ জমিতে পুনঃস্থাপিত করার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে পুরো দীঘিনালা অচল করে দেয়া হবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

এসব প্রতিবাদ বিক্ষোভের পর প্রশাসন জনধন চাকমাকে ঘরের চাবি ফিরিয়ে দেয় এবং নিজ বসত ভিটায় পুনঃবহাল করে। বর্তমানে জনধন চাকমা সেখানে বসবাস করলেও শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

মহালছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি বস্তির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের পশ্চিম মানিকছড়ি ভিতর পাড়ার বাসিন্দা বাত্যা চাকমা(২৫) পিতা চিকন ধন চাকমার বাড়ি সেটলার কর্তৃক আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়ে দেয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এ সময় বাত্যা চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। গত ১৭ আগস্ট শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জায়গা বেদখলের উদ্দেশ্যে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা যায়, বাত্যা চাকমা তার পিতার কাছ থেকে আলাদা হয়ে ৪-৫ বছর আগে তাদের দখলীয় জায়গায় বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। তার এ জায়গাটি বেদখল করতে দীর্ঘদিন ধরে সেটলাররা বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। আজ শুক্রবার বাত্যা চাকমার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে জয়সেন পাড়ার বাসিন্দা আশরাফ তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে আগুনে বাড়ির সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বাত্যা চাকমার পিতা চিকন ধন চাকমা আশরাফকে চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে এলাকাবাসী গত ১৮ আগস্ট মহালছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। দুপুর ১:৩০টার সময় মহালছড়ি উপজেলার সওজ বিভাগের মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে মহালছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার সওজ বিভাগের মাঠে এসে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ৪র্থ পাতায় দেখুন

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর পরিকল্পিত হামলা

১ম পাতার পর

নামে দুই হিন্দু শিক্ষকের ওপরও চড়াও হয়।

ইউপি চেয়ারম্যানদের সম্মেলনে হামলা

বাঙালিরা এক পর্যায়ে উপজেলা হল রুমে ঢুকে পড়ে। এ সময় সেখানে তিন পার্বত্য জেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের সম্মেলন চলছিল। হামলাকারীরা পাহাড়ি ইউপি চেয়ারম্যানদের ওপর হামলা চালায়। এতে অনেকে আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন পরিতোষ চাকমা (বাবুছড়া ইউপি), মঙ্গল চাকমা (লংগদু ইউপি), শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (নোয়াপাড়া ইউপি, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান), সানুপ্রু মারমা,কোয়ালং ইউপি, বান্দরবান সদর), থোয়াইচিং মারমা (চিৎমরম ইউপি), চাইলাপ্রু মারমা (কাউখালী ইউপি, রাঙামাটি), বিশ্বনাথ তঞ্চঙ্গ্যা (আলেখ্যাডং ইউপি, রোয়াংছড়ি), অরুণ চাকমা(মগবান ইউপি),উচিপ্রু মারমা (হাফছড়ি ইউপি, রামগড়), চন্দ্র রঞ্জন চাকমা (দীঘিনালা ইউপি), বিশ্ব কল্যাণ চাকমা (কবাখালি ইউপি, দিঘীনালা), চুইনু প্রু মারমা (সিন্দুকছড়ি ইউপি, মহালছড়ি) ও অসেতু বিকাশ চাকমা (পানছড়ি ইউপি,খাগড়াছড়ি)।

১৪৪ ধারা জারি

হামলা প্রায় শেষ হয়ে আসার পর আনুমানিক দুপুর একটার দিকে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু তার আগে সকাল সাড়ে দশটা থেকে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত হামলাকারীরা তাণ্ডব চালায়। পুলিশ তাদেরকে বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করেনি, বরং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে তাদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহ দেয়।

আরো যারা আহত হয়েছেন:

এ হামলায় বহু পাহাড়ি আহত হয়েছেন আহতদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন, ডা. সুশোভন চাকমা (হাত পা ভেঙে দেয়া হয়েছে, মাথায় আঘাত), তাপস চাকমা (মাথায় আঘাত), শিমুল চাকমা (মাথায় আঘাত), ধীমান খীসা (হাতে আঘাত), শাক্যমনি চাকমা পীং পুনং চান চাকমা, দয়াময় চাকমা (পীং জয়দীপ চাকমা, কলেজ ছাত্র, শুভকের চাকমা পীং শশাংক চাকমা, সুব্রত চাকমা পীং ঠাকুর প্রসাদ চাকমা, আশীষ চাকমা পীং নিয়তি চাকমা, জবা চাকমা (কলেজ ছাত্রী, ১ম বর্ষ), আনন্দ সাগর চাকমা (মাছ ব্যবসায়ী, নানাচর), অমি চাকমা (মিদিঙ্গাছড়ি), জ্ঞান চাকমা (সুভলং), শিমুল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (বিলাইছড়ি, কলেজ ছাত্র), বিজয় চাকমা (ব্যবসায়ী), শুভ চাকমা (বনরূপা এলাকা থেকে) এবং সাংবাদিক হিমেল চাকমা (মানবকণ্ঠ, মাথায় আঘাত), জ্ঞান বীর চাকমা (পীং সাধন চাকমা), মিলয় চাকমা(পীং পূর্ণেন্দু চাকমা), বাবুল চাকমা(পীং সুশান্ত চাকমা), শুভ চাকমা(পীং প্রীতিময় চাকমা), সুভাষ মিত্র চাকমা(পীং-বৃষকেতু চাকমা), বিমলেশ্বর দেওয়ান(পীং-সোনার পুতুল দেওয়ান), শ্যাম কান্তি চাকমা(পীং সাধনমনি চাকমা), মংলাউ মারমা পীং মংচিনু মারমা, মগবান), জ্ঞান দীপ্ত চাকমা(পীং- মৃত ভূপেশ চন্দ্র চাকমা), রমেল চাকমা, দিপু বিকাশ চাকমা(পীং-সাক্ষী লাল চাকমা), অজান্তা চাকমা(পীং সমিরণ চাকমা) এছাড়া এ হামলায় আরো অনেকে আহত হন।

আহতদের মধ্যে সুশোভন দেওয়ানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে প্রথমে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা চট্টগ্রামে রেফার করেন। এরপর তাকে ঢাকায় সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি হেলথ এন্ড হোপ হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটিও হামলাকারীরা পুড়ে দেয়।

চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ওপর হামলা

রাঙামাটির হামলার জের ধরে বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রামের অক্সিজেন মোড়ে খাগড়াছড়ি থেকে আসা কয়েক জন পাহাড়ির ওপর কতিপয় বাঙালি বিনা উস্কানিতে হামলা চালায়। এতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরীজীবী চিরশান্তি চাকমা, খাগড়াছড়ির মহাজন পাড়ায় করবরি প্রিন্টার্সের কর্মচারী নিপুন চাকমা ও ক্লিনটন চাকমা আহত হন।

রাঙামাটি শহরে আবারো হামলা

১৪৪ ধারা জারির মধ্যেও ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে ও রাতে আবারো দু'দফায় পাহাড়িদের ওপর হামলার চেষ্টা চালানো হয়।

সকাল সোয়া এগারটার দিকে কালিন্দিপুর ও হাসপাতাল এলাকায় নতুন করে বাঙালিরা হামলা করতে চাইলে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় কতিপয় বাঙালি যুবকের ছোড়া ঢিলের আঘাতে দুই পাহাড়ি সামান্য আহত হয়। তাদের নাম জানা যায়নি।

এছাড়া হাসপাতাল এলাকায় বাঙালিরা দীনেশ তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক পাহাড়িকে মারধর করে।

এরপর রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাঙালিরা রাঙামাটি শহরের ট্রাইবেল আদাম, তেজবেলী, বনরূপা ও রাজমনি পাড়া এলাকায় হামলার চেষ্টা করে। এ সময় পাহাড়িদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালিরা পাহাড়িদের গ্রামে ঢুকতে চাইলে পাহাড়িরা প্রতিরোধ করে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ গিয়ে পূর্ব ট্রাইবেল আদামের জুয়েল চাকমা ওরফে গৌরব এবং রাজমনি পাড়ার চন্দ্র হংস চাকমা ও পাপেল চাকমা ১৪৪ ধারা ভাঙার অভিযোগে আটক করে নিয়ে যায়। অবশ্য পরদিন বিকালে কোতোয়ালী থানা থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ইউপি চেয়ারম্যান ও চিকিৎসকদের কর্ম বিরতি

রাঙামাটি সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সুশোভন দেওয়ানের উপর হামলার প্রতিবাদে রাঙামাটি জেলার সকল হাসপাতালে ডাক্তাররা অনির্দিষ্ট সময়ের কর্মবিরতি পালন করে। এছাড়া পাহাড়ি ইউপি চেয়ারম্যানদের ওপর হামলার প্রতিবাদে তিন পার্বত্য জেলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ফোরামও ১০ দিনের কর্মবিরতি পালন করে।

বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন সংগঠন এ হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কণিকা দেওয়ান এক বিবৃতিতে রাঙামাটি শহরে ও চট্টগ্রামের অক্সিজেনে পাহাড়িদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পাহাড়ি জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান।

রাঙামাটির হামলাকে সুপরিকল্পিত আখ্যায়িত করে বিবৃতিতে তারা বলেন, সেটলারদের একটি বিশেষ অংশ দীর্ঘ দিন ধরে পাহাড়ে নতুন করে দাঙ্গা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করে আসছিল। ইতিপূর্বে তারা খাগড়াছড়িতে নানাভাবে উস্কানিমূলক ঘটনা ঘটিয়ে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চালালেও ব্যর্থ হয়।

তারা বলেন, পুলিশের নাকে ডগায় রাঙামাটিতে তাণ্ডব চালানো হয়েছে, অথচ প্রশাসন পাহাড়িদের ও তাদের জানমাল রক্ষার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি।

নির্বাচিত বুদ্ধ সংসদের সভাপতি সর্বোত্তম চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক অমর জীবন চাকমা এক যৌথ বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানায়।

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সভাপতি বদরুদ্দীন উমর ও সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, এ হামলা মাধ্যমে জাতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে পার্বত্যাঞ্চলে সেনাশাসন দীর্ঘায়িত পরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ। ঘটনার সময় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এর প্রমাণ।

এছাড়া জনসংহতি সমিতি ও নাগরিক কমিটি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এ ঘটনা তদন্তে প্রশাসন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রধান করে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ চিহ্নিত হামলাকারীদের কাউকে এখনো গ্রেফতার করেনি।

নারী নির্যাতন

পুলিশ সদস্য কর্তৃক দিঘীনালায় এক পাহাড়ি কিশোরী ধর্ষিত

খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার ৯ মাইলের তপন কার্বারী পাড়ায় রণ বিকাশ ত্রিপুরার ১১ বছরের কিশোরী মেয়ে পুলিশ সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। গত ২১ আগস্ট মঙ্গলবার বিকাল ২:৩০টার সময় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দিঘীনালা উপজেলার ৯ মাইল এলাকার অটল টিলা পুলিশ ক্যাম্পের পূর্ব পাশে ঐ কিশোরীটি গরু চরাতে যায়। এ সময় একা পেয়ে ঐ ক্যাম্পের কনস্টেবল রাসেল তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের আগে পুলিশ কনস্টেবলটি কিশোরীর ডান পায়ে ও ডান হাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরে কিশোরীটি এ ঘটনা তার মাকে খুলে বললে তার মা নিত্যবালা ত্রিপুরা ধর্ষণের শিকার ঐ কিশোরীকে সাথে নিয়ে পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে ক্যাম্পের দায়িত্বরত মো: শাহ আলমকে ঘটনাটি জানিয়ে বিচারের দাবি করে। শাহ আলম তাদেরকে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। এরপর নিত্যবালা ত্রিপুরা ৯ মাইল গ্রামের কার্বারী তপন ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের কর্মীদের ঘটনাটি জানায়। পরে এলাকাবাসীর চাপের মুখে পুলিশ ধর্ষণকারী কনস্টেবল রাসেলকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়।

এ ঘটনায় কিশোরীর মা নিত্যবালা ত্রিপুরা বাদী হয়ে দিঘীনালা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন। যার মামলা নং-৩, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী ২০০৩) এর ৯(১)।

রামগড়ে বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার এক পাহাড়ি কিশোরী

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের কালাপানি গ্রামের ১২ বছরের এক পাহাড়ি কিশোরী বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার দিন সকালে ঐ কিশোরী তার মায়ের সাথে ফটিকছড়ির নাঁতমারা বাজারে যায়। বাজার থেকে দুপুর ১টার দিকে সে তার মাকে বাজারে রেখে এসে একাই একটি ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল যোগে বাড়িতে ফিরছিল। ফেরার পথে বারুখালী নাসিয়া চা বাগানের নির্জন স্থানে এসে পৌঁছলে নাঁতমারার চাঁন মিয়ার ছেলে মোটর সাইকেল চালক মো: আলমগীর (২৫) তাকে মুখ চেপে ধরে জঙ্গলে টেনে নেয় এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় খালেক নামে নাঁতমারা থেকে এক বাঁশ ব্যবসায়ী ও শাহজাহান নামে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে দেখে ঐ কিশোরী চিৎকার দিলে ধর্ষণ প্রচেষ্টাকারী আলমগীর পালিয়ে যায়। পরে তারা ঐ কিশোরীকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মল্লি চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি অবিলম্বে ধর্ষণ প্রচেষ্টাকারীকে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি কর্তৃক পাহাড়ি নারীদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত জানুয়ারী হতে এ পর্যন্ত ৮ জন নারী ধর্ষিত ও ৫ জন নারী ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

দিঘীনালায় সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী ধর্ষিত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালার কবাখালী ইউনিয়নের নালকাটা গ্রামে এক পাহাড়ি নারী (২৫) সেটলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, গত ১৮ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী টিলায় গরু আনতে গেলে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা একই ইউনিয়নের উত্তর মিলনপুর গ্রামের মো: গফুর আলী শিশির ছেলে মো: আজাহার(২৫) পিছন দিক থেকে গিয়ে ঐ নারীকে হঠাৎ কাপড় ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে তার স্বামী অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। তাকে প্রথমে দিঘীনালা উপজেলা হাসপাতালে ও পরে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার স্বামী চিত্তিরঞ্জন চাকমা বাদী হয়ে দিঘীনালা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু পুলিশ এখনো ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

মাটিরাঙ্গায় এক পাহাড়ি বৃদ্ধা নারীর লাশ উদ্ধার

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ১৯১ নং তাইন্দং মৌজার হেডম্যান পাড়ায় গত ২২আগস্ট, বুধবার দুপুর ২ টায় এক পাহাড়ি বৃদ্ধা নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ওই নারীর নাম ফুল কুমারী ত্রিপুরা(৮২) স্বামী: কমলা কুমার ত্রিপুরা।

জানা যায়, গ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি ছড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে ওই নারী ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজির পর তার লাশ খুঁজে পায়। নিহতের শরীরের হাতে ও গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে। সেটলাররা তাকে হত্যা করে থাকতে পারে বলে গ্রামবাসীদের ধারণা। মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও ঐ নারীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে। ফলে গ্রামবাসী লাশের ময়না তদন্তের দাবি করলেও পুলিশ তা করেনি।

বান্দরবানের বালাঘাটায় ইউপিডিএফ কর্মীদের উপর সন্তু গ্রুপের হামলা

গত ২৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা বান্দরবান সদরের বালাঘাটায় এসে ইউপিডিএফ অফিস ও কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীদের হামলায় জেটিন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাসহ বেশ কয়েকজন ইউপিডিএফ নেতা-কর্মী আহত হয়। সন্ত্রাসীরা লাঠি, গুলতি (কাত্তা) ও দা নিয়ে আসে। গাড়িতে করে তারা ইটপাটকেলও নিয়ে আসে। গাড়ি থেকে নামার পর পরই তারা ইউপিডিএফের নেতাকর্মীদের খুঁজে খুঁজে ধাওয়া করতে থাকে। আধা ঘণ্টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টা পর্যন্ত তারা গুলতি মেরে ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ধাওয়া করতে থাকে। ইউপিডিএফ নেতাকর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অনেকে দোকানে ঢুকে পড়ে। এ সময় সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে।

এরপর বালাঘাটা এলাকাবাসী ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসে এবং সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করে। এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং এলাকাবাসী এক সন্ত্রাসীকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বৃদ্ধি, প্রশাসন নিশ্চুপ

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়িতে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক নিরীহ লোকজনকে অপহরণ সহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর যোগসাজশে সন্ত্রাসীরা এসব অপকর্ম চালাচ্ছে বলে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেছেন। সন্ত্রাসীরা একের পর নিরীহ লোকজনকে অপহরণ, মারধর ও মুক্তিপণ আদায় করলেও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। লক্ষীছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল হাসানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোন কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন। নিচে অতি সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা তুলো ধরা হলো।

বাজার চৌধুরী সহ ২ ব্যক্তিকে অপহরণ

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি সদরের বেলতলী পাড়ার বাসিন্দা জামানী চাকমার ছেলে বাজার চৌধুরী রসিক কুমার চাকমা (৪০) ও বান্দরকাবা গ্রাম থেকে মোহন চাকমার ছেলে গুলচোগা চাকমা (৩৫) নামে অপর এক গ্রামবাসীকে নিজ বাড়ি থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। এদিন সন্ত্রাসীরা বান্দরকাবা গ্রামের চিকন পেদা চাকমা (৩০) নামে অপর এক ব্যক্তিকেও মারধর করে। অপহরণের ২দিন পর বেদম মারধর ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে গত ২ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

৫ নিরীহ ব্যক্তিকে মারধর

গত ২৯ সেপ্টেম্বর বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক ৫ নিরীহ ব্যক্তি বেদম মারধর করে আহত করেছে। মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন বান্দরকাবা গ্রামের বিজয় কুমার চাকমার ছেলে শান্তি কুমার চাকমা(৩৮), মৃত জয় কুমার চাকমার ছেলে কান্দারা চাকমা(৩২), মোহন বাঁশী চাকমার ছেলে চিকন চান চাকমা(৩২) ও জাদু পেদা চাকমা(১৮) এবং সন্তু চাকমার ছেলে কৃষ্ণ চাকমা(১৮)। তাদের সবাইকে লক্ষীছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে শান্তি কুমার চাকমা ও কৃষ্ণ চাকমা গুরুতর আহত হন।

সেদিন রাতে একদল সশস্ত্র বোরকা সন্ত্রাসী বান্দরকাবা গ্রামে শান্তি কুমার চাকমার দোকানে হানা দেয়। এ সময় কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই সন্ত্রাসীরা দোকানে থাকা লোকজনের উপর এলোপাথাড়ি মারধর করতে থাকে। সন্ত্রাসীদের হামলায় দোকানদার শান্তি কুমার চাকমা সহ উক্ত ব্যক্তিরা আহত হন। সন্ত্রাসীরা চলে যাবার সময় এ ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে যায়। পরদিন খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে লক্ষীছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় এক নিরীহ ব্যক্তি মারধর

গত ২৬ আগস্ট রবিবার বোরকা সন্ত্রাসীরা ১নং লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা রমনি চাকমার ছেলে ধনজো চাকমাকে (৩০) বেদম মারধর করে। যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া দোকানের পার্শ্ববর্তী স্থানে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা বোরকা সন্ত্রাসীরা কাজে যাবার পথে তাকে ধরে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তাকে মধুর পাড়া এলাকায় নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করার পর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। পরে দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। মারধর করেও ক্ষান্ত না হয়ে সন্ত্রাসীরা তার নাকে, মুখে পানি ঢেলে দিয়ে নির্যাতন চালিয়েছে বলে ধনজো চাকমা জানিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ার এক গ্রামবাসী জানান, ধনজো চাকমাকে যে সময় বোরকা সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল সে সময় লক্ষীছড়ি জোনের একদল সেনা যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ার দোকানে অবস্থান করছিলো।

এক নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়

গত ৪ সেপ্টেম্বর বর্মাছড়ি ইউনিয়নের উত্তর শুকনাছড়ি গ্রামের মৃত চিকন চান চাকমার ছেলে কিনাধন চাকমাকে (বয়স: ৪৫) বোরকা সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। এদিন কিনাধন চাকমা সওদা করতে ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চনপুরের সমুরহাট বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে ফেরার পথে বিকাল ৩টার দিকে রক্তছড়ি এলাকা থেকে বোরকা সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তাকে ৫ দিন আটক রাখার পর গত ৯ সেপ্টেম্বর ১৫,০০০(পনের হাজার) টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়।

মানিকছড়িতে দুই নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ

গত ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার মানিকছড়ি উপজেলার দোজরী থুম গ্রামের সুমন্ত চাকমা(২৮) পিতা জাদুরা চাকমা ও স্বাধীন কুমার চাকমা(৩০) পিতা মৃত পটুআলী চাকমাকে বোরকা সন্ত্রাসীরা নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে।

এদিন বেলা আড়াই টার সময় মায়াধন চাকমার নেতৃত্বে ৬ জনের একদল বোরকা সন্ত্রাসী দোজরী থুম গ্রামে যায়। সেখানে গিয়ে স্বাধীন কুমার চাকমার কাছ থেকে ইউপিডিএফ সদস্য গোপাল চাকমার মোবাইল নাম্বার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। স্বাধীন কুমার চাকমা আছে বলে উত্তর দিলে সাথে সাথে বোরকা সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করতে থাকে। পরে সন্ত্রাসীরা তাকে নিয়ে সুমন্ত চাকমার বাড়িতে যায়। সেখান থেকে সন্ত্রাসীরা সুমন্ত চাকমাকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদেরকে রানামাছড়ায় নিয়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অপহৃতরা জানিয়েছেন। পরদিন অর্থাৎ ১৭ আগস্ট স্থানীয় মুরুব্বীদের জিম্মায় সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে বোরকা সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি এলাকায় খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি সহ নানা অপকর্ম চালিয়ে আসছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বোরকা সন্ত্রাসীরা কমপক্ষে ৩০ জন নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে।

রামগড়ের ছোট কালাপানিতে এক ব্যক্তির বাড়িতে সেনা তল্লাশি

রামগড় প্রতিনিধি:

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ছোট কালাপানির হেডম্যান পাড়ায় এক ব্যক্তির বাড়িতে সেনারা তল্লাশি চালিয়েছে।

সূত্র জানায়, গত ২৬ আগস্ট রাত আনুমানিক ১২টার সময় সিন্দুকছড়ি জোনের একদল সেনা হেডম্যান পাড়ায় অপারেশনে যায়। সেনারা প্রথমে উজ্জল চাকমার বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং বাড়ির দরজায় উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। পরে বাড়ির মালিক উজ্জল চাকমা দরজা খুলে দিলে সেনারা বাড়িতে ইউপিডিএফ'র অবৈধ অস্ত্র ও কাগজপত্র লুকানো রয়েছে বলে জানায়। এক পর্যায়ে সেনারা বাড়ির ভিতর ঢুকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করতে থাকে। সেনারা বাড়ির মালিকের একটি ট্রাঙ্ক ভেঙে দিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়েছে বলে বাড়ির মালিক জানিয়েছেন। ব্যাপক তল্লাশির পরও অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে সেনারা পরে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

বান্দরবানে ইউপিডিএফের ওপর হামলা পূর্বপরিকল্পিত

১ম পাতার পর

বালাঘাটায় আসেন। আমরা সহযোগিতা দেবো। কিন্তু অনর্থক মারামারি করতে যাওয়া ঠিক হবে না।' এ কথা বলার পর উক্ত জেএসএস নেতা আমাকে চোখ রাঙিয়ে হুমকী দেন।

সেদিন কী ঘটেছিল?

সেদিন ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্তু লারমা বান্দরবানে আসেন পরলোকগত রাজা অংশৈ প্রু চৌধুরীর প্রতি শেষ সম্মান জানানোর জন্য। এ সময় সন্তু লারমার বহু লোকজন বান্দরবান শহরে জড়ো হয়। সন্তু লারমা তাদের সাথে একান্তে আলোচনা করেন। ধারণা করা হয় এ সময় তিনি তাদেরকে বালাঘাটা দখলের চূড়ান্ত নির্দেশ দেন। তিনি রাজাকে দেখে বিকেল ৩টার দিকে রাঙামাটি ফিরে যান। তার চলে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই সন্তু গ্রুপের ৩০-৩৫ জন লোক ৫টা - সাড়ে ৫টার দিকে গাড়িতে করে বালাঘাটায় আসে এবং দুটি স্পটে অবস্থান নেয়: ইউপিডিএফের অফিসের কাছে ও তিন রাস্তার মোড়ে। তারা বান্দরবান শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে আসে, কুলুখ্যাছেড়ার দিক থেকে নয়। তাদের হাতে ছিল লাঠি, গুলতি (বাজ্ঞা) ও দা। গাড়িতে করে তারা ইটপাটকেলও নিয়ে আসে। গাড়ি থেকে নামার পর পরই তারা ইউপিডিএফের নেতাকর্মীদের খুঁজে খুঁজে ধাওয়া করতে থাকে। আধা ঘন্টা থেকে পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত তারা গুলতি মেরে ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ধাওয়া করতে থাকে। ইউপিডিএফ নেতাকর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অনেকে দোকানে ঢুকে পড়ে। এ সময় সেখানে অবস্থানরত ৪ পুলিশ সদস্য নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে।

ইউপিডিএফের সদস্য বিক্রম তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, 'আমি পুলিশের পাশে একটি দোকানে ঢুকে পড়ি। সন্তু গ্রুপের লোকরা দোকানে এসে আমাকে বের করে দেয়ার জন্য দোকানদারকে হুমকী দেয়। অথচ তখন পুলিশ হামলা রোধ করতে কিছুই করেনি।'

ইউপিডিএফ বান্দরবান ইউনিটের প্রধান সংগঠক ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা বলেন সন্তু গ্রুপ অতর্কিতভাবে এই হামলা চালায়। 'হামলা শুরু হওয়ার পর পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত আমি কিছুই জানতাম না। পরে একজন ফোনে হামলার কথা জানালে আমি দ্রুত ঘটনাস্থলে অর্থাৎ বাজারে যাই। গিয়ে দেখি সব ফাঁকা, দোকানপাট বন্ধ। সন্তু গ্রুপের লোকজন লাঠিসোটা ও দা বল্লম হাতে উত্তেজিত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল: 'ইউপিডিএফের মা'রে ..(অশ্লীল ভাষা) ', 'ছোটন্যার লাশ চাই', 'ছোটন্যার ঘর আক্রমণ কর' ইত্যাদি। আমাদের ছেলেরা যে যেদিকে পারে আশ্রয় নিয়েছে। এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেকে কান্নাকাটি করছে।'

'আমাকে দেখেই সন্তু গ্রুপের লোকরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো ইট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। গুলতিও মারে। মাঝখানে ছিল ৪জন পুলিশ। আমি তাদেরকে বলি আক্রমণকারীদের ঠেকাতে, কারণ সন্তুর লোকজন এখানে খুনোখুনি করতে এসেছে। কিন্তু তারা কিছুই করেনি। মনে হয় তারা হামলার দৃশ্য উপভোগ করছিল।

'এত আক্রমণের মুখেও আমি পালিয়ে যাইনি। আমি অনেকটা একা। দোকানদারা পর্যন্ত দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। একটা গুলতির গুলি আমার ঘাড়ে লাগে, এতে যথেষ্ট আঘাত পাই। এছাড়া হাতে ও পায়ে ৪টা ইট আঘাত করে। বাঙালিদের দোকানেও ইটপাটকেল পড়ে।'

ছোটন ও অন্যরা জানান, হামলাকারী সন্তু বাহিনী ইউপিডিএফের অফিসের তালা ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়।

জনতার প্রতিরোধ

ছোটন আরো বলেন, 'হামলাকারীরা প্রায় পুরো বাজার দখলে নেয়। আমি সরে গেলেই সব শেষ, তারা সফল হবে। তাই তারা আমাকে ধরার জন্য এগিয়ে আসছিল। চরম উত্তেজনা। দুই এক সেকেন্ডের মধ্যে ধরে ফেলবে - এই অবস্থায় চিৎকার দিয়ে চারদিক থেকে বান ডাকা জোয়ারের মতো লোকজন বেরিয়ে এসে হামলাকারী সন্তু গ্রুপের লোকদের ধাওয়া করে।'

এরপর পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায়। ধাওয়া খেয়ে সন্তু গ্রুপের লোকজন কুলুখ্যাছড়ার দিকে পালিয়ে যায়। জনতা তাদেরকে আধা কিলোমিটার পর্যন্ত তাড়িয়ে দেয় ও একজনকে ধরে ফেলে। তাকে বাজারে নিয়ে এসে আচ্ছা করে গণধোলাই দেয়। ইউপিডিএফের বিক্রম তঞ্চঙ্গ্যা তাকে রক্ষা না করলে লোকজন হয়তো তাকে মেরে ফেলতো। পরে জনতা তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

কাজল নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা চিৎকার দিয়ে বের না হলে জেএসএসের (সন্তু গ্রুপ) লোকজন ছোটনদাকে মেরে ফেলতো অথবা ধরে নিয়ে যেতো।'

সেনা-পুলিশ মোতায়েন ও গ্রেফতার

হামলার পর হাজার হাজার মানুষ বালাঘাটা বাজারে জড়ো হয়। পুলিশ, আর্মি ও সাংবাদিকরাও আসেন। রাত ৮টার পর পুলিশ ও আর্মি ধরা পড়া সন্তু গ্রুপের লোককে নিয়ে বালাঘাটার তিন কিলোমিটার পূর্বে কুলুখ্যাছড়ার দিকে রওনা দেয়। সেনাদের আগে একটি গাড়িতে করে সন্তু গ্রুপের অন্য একটি গ্রুপ কুলুখ্যাছড়ায় অবস্থান নেয়। ধারণা করা হয়, পুনরায় হামলার প্রস্তুতির জন্য তারা বান্দরবান সদর থেকে সেখানে গিয়েছিল।

কুলুখ্যাছড়ায় গিয়ে সেনা-পুলিশ সন্তু গ্রুপের ২৭ জনকে আটক করে নিয়ে আসে এবং এরপর ৯টার দিকে বালাঘাটায় ইউপিডিএফ কর্মী বিক্রম তঞ্চঙ্গ্যা, সাইচিং মারমা ও প্রতীম চাকমাকে গ্রেফতার করে।

ছোটন কান্তি বলেন, 'আমরা হামলার শিকার হলাম, আমাদের ওপর আক্রমণ করা হলো, পালিয়ে গিয়ে আমাদের লোকজন কোনমতে জানে রক্ষা পেয়েছে। তারপরও কেন আমাদের কর্মীদের ধরা হচ্ছে তা জিজ্ঞেস করলে এক পুলিশ অফিসার বলেন যে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য কৌশল হিসেবে এটা করা হচ্ছে। কেবল এক পক্ষকে ধরলে তারা আরও উত্তেজিত হতে পারে।' কিন্তু সেটা অন্যায়। পুলিশের কৌশলের বলী হতো হলো ইউপিডিএফকে। ইউপিডিএফ এটাকে তাদের ওপর 'ডাবল হামলা' বলে অভিহিত করেন।

সন্তু গ্রুপের সোর্স আটক

বুদ্ধ সেন তঞ্চঙ্গ্যা নামে সন্তু গ্রুপের এক সোর্স সেখানে উপস্থিত ছিল। ধাওয়া খাওয়ার পর সন্তু গ্রুপের লোকজন তাকে মোবাইলে এসএমএস পাঠায়: 'তুমি চলে যাও, আমরা বালাঘাটায় আরও আসবো, ছোটনকে মেরে যাবো। তুমি সরে যাও।' জনতা তাকে ওই ম্যাসেজসহ ধরে ফেলে এবং মোবাইলসহ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে অবশ্য ইউপিডিএফ তাদের কর্মীদেরসহ তাকেও থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

কুলুখ্যাংপাড়ার কার্বারী যেভাবে আহত হন

হামলার সময় সন্তু গ্রুপের নিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে আহত হন কুলুখ্যাংপাড়ার কার্বারী চিকন্যা চাকমা। তিনি ছোটনের পেছনে কিছুটা দূরে ছিলেন। জানা যায় তিনি আসলে হামলা বন্ধের চেষ্টা করতে বালাঘাটায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা দ্রুত ঘটে যাওয়াতে তিনি কিছুই করতে পারেননি। সন্তু গ্রুপের লোকজন মুহুর্মুহু ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও গুলতি মারলে একটি তার মাথায় আঘাত করে। পরে সুফল তঞ্চঙ্গ্যা তাকে স্কুটারে করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। সন্তু গ্রুপ তাকে দিয়ে ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে মামলা করানোর চেষ্টা চালায় কিন্তু তিনি কারো বিরুদ্ধে মামলা করেননি।

বন্ধু যখন শত্রু

সন্তু গ্রুপের সাথে হামলায় অংশ নেন ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু কুলুখ্যাংছড়া গ্রামের দয়া রঞ্জন চাকমা। পুলিশ তাকেও গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ছোটন বলেন, 'আমি হামলার পরদিন থানায় গিয়ে তাকেও দেখতে পাই। তাকে আমি প্রশ্ন করি, মারামারি করে কী লাভ হলো? সে বলে সে পরিস্থিতির শিকার। আমি বললাম তারা কেন এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না। সে জানায় যে প্রতিবাদ করলে সন্তু গ্রুপ তাদেরকে মেরে ফেলবে।'

সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করে বোঝা গেছে, যারা হামলা করতে আসে তারা সবাই নিজের ইচ্ছায় আসেনি। অনেকে চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে, আবার অনেকে টাকা ও বিভিন্ন প্রলোভনে পড়ে হামলায় অংশ নেয়।

জেএসএস এর বক্তব্য

হামলা প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সন্তু গ্রুপের এক নেতা বলেন, ঘটনার দিন তাদের কয়েকজন কর্মী বালাঘাটায় বল কিনতে যায়। তাদেরকে ইউপিডিএফ সদস্যরা আটক করে রাখলে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে অন্যরা হামলা করতে যায়।

কেন পুলিশ দিয়ে আটককৃতদের উদ্ধার করতে যাওয়া হয়নি প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন উত্তর দেননি। ইউপিডিএফের সাথে মারামারি করে কী লাভ হলো প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর দেয়া থেকেও তিনি বিরত থাকেন এবং বলেন, 'কী করবো, সব কিছু স্যারের (সন্তু') উপর নির্ভর করে।'

হামলার আগে সন্তু গ্রুপের কাউকে বালাঘাটা বাজারে আটক করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় সেদিন বা অন্য কোন সময় সে ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। ইউপিডিএফ নেতা ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা জেএসএস-এর ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে উড়িয়ে দেন। বাজারের ব্যবসায়ীরাও জানান কাউকে সেদিন আটক করা হয়নি। পুলিশ জানায় তাদের কাছেও সে ধরনের কোন তথ্য নেই।

বালাঘাটা দখলের চেষ্টা

বালাঘাটায় প্রাইমারী স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) এর লোকজন বালাঘাটা দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে বার বার চেষ্টা করছে। মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই ২৩ তারিখের (আগষ্ট) হামলা হয়েছে।

জানা যায়, এর আগেও সন্তু গ্রুপ অনেক বার হামলা করে ইউপিডিএফকে উচ্ছেদ করে বালাঘাটা দখলে নেয়ার চেষ্টা চালায়। গত ২০১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্তু গ্রুপের সদস্যরা প্রকাশ্য দিবালোকে বালাঘাটায় ইউপিডিএফ নেতা ছোটনকে হত্যার চেষ্টা চালায়। বন্দুক থেকে গুলি বের না হওয়ায় তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। অস্ত্রসহ হামলাকারীদের একজন চোখকানা চাকমা ওরফে অটলকে জনতা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কয়েক মাস আগে বিচারে তার সাজা হলেও বর্তমানে সে পলাতক রয়েছে।

এরপর গত ১০ মে ২০১২ সন্তু গ্রুপের সদস্যরা পোস্টার লাগানোর নামে বালাঘাটায় গিয়ে ইউপিডিএফের অফিসে হামলা করে ও শুক্রমনি তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জনতার প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অনেকে গণধোলাইয়ের শিকার হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। কিন্তু তারপরও তাদের শিক্ষা হয়নি।

গত ১৫ জুন ২০১২ সন্তু গ্রুপের সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর সহযোগী সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের তিন সদস্যকে মারধর করে। এরা হলেন বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এর দশম শ্রেণীর ছাত্র উমগ্রা মারমা এবং পাইমং মারমা ১৯, ও উচিং মারমা, ২০।

তবুও সন্তু গ্রুপের শিক্ষা হয়নি

ঘটনার পরও সন্তু গ্রুপের কোন শিক্ষা হয়নি। হামলার পর সন্তু গ্রুপ বালাঘাটার ব্যবসায়ীদেরকে হুমকী দেয়া শুরু করেছে। কেন তারা ইউপিডিএফকে রক্ষার জন্য হামলাকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে জন্য সন্তু গ্রুপ ব্যবসায়ীসহ বালাঘাটাবাসীর উপর ক্ষুব্ধ। তবে অনেকে মনে করেন যারা অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, যারা অন্যায়ভাবে অন্যের ওপর হামলা চালায় তাদের এভাবে উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত।

বালাঘাটার এক বাঙালি ব্যবসায়ী বলেন, 'যার ওপরই হামলা করা হোক এত অন্যায়ের মুখে আমরা কিভাবে চুপ থাকতে পারি? তারা হামলা করবে, আবার তারা আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ হবে -- সেটাতো বেশী বাড়াবাড়ি। ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত তো আমরাই।' তিনি মনে করেন জেএসএসের উচিত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে রাজনীতি করা, বান্দরবানে যেভাবে ইউপিডিএফ ও অন্যান্য দলগুলো করছে।'(সমাপ্ত)

২৮.০৮.২০১২

শহীদ রুইখই মারমার ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ রুইখই মারমার ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

গত ২ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৭টায় লক্ষীছড়ির উপজেলার বর্মাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর পক্ষ থেকে সচিব চাকমা, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যোগেন্দ্র সেন কার্বারী, শহীদ পরিবার বর্গ, ইউপিডিএফভুক্ত তিন সংগঠনের(পিসিপি-ডিওয়াইএফ-এইচডব্লিউএফ) নেতৃবৃন্দ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে শহীদ রুইখই মারমার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর ইউপিডিএফ'র কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২ অক্টোবর বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বটতলী গ্রামে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলায় রুইখই মারমা নিহত হন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রভূত অবদান রেখে গেছেন।

পানছড়িতে সেটলার হামলায়

১ম পাতার পর

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দিতে হয়।

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে ভূমি বেদখলকারী ও হামলাকারীকে গ্রেফতার ও জায়গা বেদখল বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

এদিকে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে তাৎক্ষণিকভাবে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ করেছে।

অপরদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৭ আগস্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পানছড়ির কলেজ গেটের বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে পানছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করতে চাইলে পুলিশ কলাবাগানে মিছিলটি আটকিয়ে দেয়। ফলে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুসময় চাকমা প্রমুখ।

এছাড়া এ ঘটনার প্রতিবাদে দিঘীনালা ও মহালছড়িতেও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহালছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি

২য় পাতার পর

জয়সেন পাড়ার কার্বারী জোতিলাল চাকমা। এছাড়া সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি উদয়ন খীসা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রত্তন স্মৃতি চাকমা।

বক্তারা অবিলম্বে বাত্যা চাকমার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সাথে জড়িত আশরাফকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ভূমি বেদখল বন্ধে প্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বেদখলকৃত ভূমি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বিগত জরুরী অবস্থার সময় থেকে সেটলাররা মাইসছড়ি এলাকায় পাহাড়িদের ভোগদখলীয় জায়গা বেদখল করতে শুরু করে। বর্তমানে সেটলাররা পাহাড়িদের ভোগ-দখলীয় কয়েক শ' একর জায়গা বেদখল করে বসতি স্থাপন করেছে।

চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ৫ নেতা-কর্মী আটক

সমঝোতা লঙ্ঘন করে বন্দরে ডিওয়াইএফ কর্মীদের ওপর সন্তু গ্রুপের হামলা

দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি লঙ্ঘন করে জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপ চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতাকর্মীদের ওপর পর পর দু'বার হামলা চালিয়েছে। পুলিশ গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। গত ১১ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এ হামলার ঘটনা ঘটে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বন্দর থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুবল চাকমা, সদস্য জসিম চাকমা, সুভাষ চাকমা ও রিপেন চাকমা বন্দরের ব্যারিস্টার কলেজ এলাকায় শিক্ষা দিবসের সমাবেশের জন্য লিফলেট'র ছাপানো কুপন দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে গেলে সন্তু গ্রুপের সুমন চাকমা, সিকু চাকমা ও বকুল চাকমার নেতৃত্বে ১০ - ১৫ জন সন্ত্রাসী স্থানীয় কতিপয় মাস্তানের সহায়তায় তাদের গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাজে বাধা দেয় ও আটকে রেখে মারধর করে। পরে তাদেরকে বন্দর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এদের মধ্যে জসিম চাকমা স্মার্ট জ্যাকেট নামে সিইপিজেডের একটি ফ্যাক্টরিতে ও রিপেন চাকমা কর্ণফুলি ইপিজেডে এইচকেবি নামে অপর একটি ফ্যাক্টরিতে কর্মরত আছেন।

তাদেরকে থানায় হস্তান্তর করার পর রাতে ইউপিডিএফের সদস্য বকুল চাকমা ও ডিওয়াইএফের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুপ্রীম চাকমা তাদেরকে দেখতে গেলে সেখানে উপস্থিত সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা পুলিশের সামনে তাদের দু'জনের ওপর হামলার চেষ্টা চালায় এবং সুপ্রীম চাকমাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে রাতেই তাকে শুক্রমণি চাকমা ওরফে খুলা কাটিগর হত্যা মামলার আসামী বানিয়ে পটিয়া থানায় চালান দেয়া হয়।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর সন্তু গ্রুপ দ্বিতীয় বারের হামলা চালায়। রাত ৮টার দিকে সিকু, বকুল ও সুমনের নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের ৮-১০ জন সন্ত্রাসী চট্টগ্রামের বন্দর থানায় ব্যারিস্টার কলেজ এলাকার একটি বাড়ি থেকে ইউপিডিএফ-ভুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সক্রিয় সদস্য রূপাঙ্কর চাকমা, মনি চাকমা, সিকু চাকমা ও রিবেন চাকমাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে একই এলাকায় অবিশ্রান্ত তাদের আস্তানা আখিরা ভবনে নিয়ে যায়।

সেখানে সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায় ও প্রত্যেকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এছাড়া আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রত্যেকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা না দিলে আবারো হামলা করা হবে বলে সন্তু গ্রুপের সদস্যরা হুমকি দেয়।

মারধরের শিকার ডিওয়াইএফ সদস্যরা সবাই সিইপিজেডে চাকুরী করছেন। গত কয়েকদিন আগে তারা গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ব্যারিস্টার কলেজ শাখা গঠন করেন। সেই পর থেকে সন্তু গ্রুপের লোকজন তাদেরকে হুমকি দিয়ে আসছিল।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা এক যুক্ত বিবৃতিতে উক্ত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, এভাবে বার বার হামলা সত্ত্বেও মাদক-সেবনসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত এইসব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে বন্দরে বসবাসরত পাহাড়িদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ঘনিভূত হচ্ছে।

তারা অবিলম্বে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ৯ জুলাই গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখা ও জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপের বন্দর থানা শাখার মধ্যে স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যস্থতায় ও পুলিশের উপস্থিতিতে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা মোতাবেক উভয় পক্ষ একে অপরের উপর হামলা না করতে ও বন্দর এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রমে বাধা না দিতে সম্মত হয়। কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই সন্তু গ্রুপ উক্ত সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘন করলো।

এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং আটককৃতদের মুক্তির দাবিতে খাগড়াছড়ির পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি, গুইমারা এবং রাঙামাটি জেলার কুতুকছড়ি ও নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম। এসব বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানানো হয়।

রাঙামাটি শহরে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক কলেজ ছাত্র অপহৃত, পরে মুক্তি

রাঙামাটি শহরের কল্যাণপুর থেকে সন্তু গ্রুপের কতিপয় সদস্য কর্তৃক রাঙামাটি সরকারি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কুমেন্টু চাকমাকে অপহরণ করা হয় গত ২১ সেপ্টেম্বর রাত ১১টায়। অপহরণের পর তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ খবর পাওয়ার পর তার মা-বাবা ও পরিবারের লোকজন কুমেন্টু চাকমাকে ফিরে পেতে সন্তু গ্রুপের বিভিন্ন নেতা-কর্মীর কাছে ধর্ণা দেন। শেষ পর্যন্ত গত ৩০ সেপ্টেম্বর ৫০ হাজার টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে সন্তু গ্রুপের লোকেরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে জানা গেছে।

কুমেন্টু চাকমার বাড়ি রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলার ধামেপাড়া বা পানছড়ি গ্রামে। তার পিতার নাম ধন মোহন চাকমা ও মাতার নাম পানলী চাকমা। তিনি রাঙামাটি শহরের কল্যাণপুরের পাত্রোপাড়ায় বাসাভাড়া করে থেকে রাঙামাটি কলেজে পড়াশোনা করছেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ইউপিডিএফ নেতা অভিযোগ করে বলেন, 'সরকার সন্তু লারমাকে দিয়ে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের নীলনকশা বাস্তবায়নে উঠে পড়ে লেগেছে। যে কাজ আগে সেনাবাহিনীকে দিয়ে করানো হতো এখন তা করানো হচ্ছে সন্তু লারমার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে দিয়ে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সরকারের এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবে এবং জাতীয় বেঈমান সরকারের নিকৃষ্ট দালাল সন্তু লারমাকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে।'

সাবেক্ষং ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কমিটি গঠিত

নান্যাচর উপজেলার সাবেক্ষং ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর বাকছড়ি ইউনিয়ে স্কুলে এক খোলা আলোচনা সভার মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়। ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে কমিটিতে রণ চাকমাকে সভাপতি, নবান্ন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুপায়ন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠন সভায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর উপজেলা কমিটির সভাপতি প্রিয় লাল চাকমা সহ এলাকার যুব সমাজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রিয় লাল চাকমা কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

পাহাড়ি গৃহবধুকে ধর্ষণকারী মো: আজাহারকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে দিঘীনালায় সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালিত

বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের নালকাটা(কৃপাপুর) গ্রামে পাহাড়ি গৃহবধুকে(২৫) ধর্ষণকারী মো: আজাহার আলীকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিঘীনালা উপজেলায় সড়ক ও নৌপথ অবরোধ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এ অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেয়। জেএসএস(এম এন লারমা)ও এ অবরোধ কর্মসূচিতে পূর্ণ সমর্থন দেয়। গত ১৯ সেপ্টেম্বর দিঘীনালায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এক সড়ক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অবরোধ সকাল ৬টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়। অবরোধের কারণে উপজেলার অভ্যন্তরীণ সড়কে এবং দূরপাল্লার কোন যান চলাচল করেনি। নৌপথেও কোন নৌযান ছেড়ে যায়নি।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলো জীবন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সহ সভাপতি অংকন চাকমা এক বিবৃতিতে সড়ক অবরোধ সফল করায় সকল যান মালিক ও শ্রমিক এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। বিবৃতিতে তারা নারী নির্যাতন সহ সকল প্রকার নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, ঘটনার দুই দিনের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও ধর্ষণকারী এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। পুলিশ এখনো কেন ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করতে পারছে না এ নিয়ে জনমনে নানা সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে।

বিবৃতিতে তারা অবিলম্বে ধর্ষণকারী মো: আজাহারকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ধর্ষিতার সুচিকিৎসা ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং নারী নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানান। অন্যথায় আবারো ৭২ঘন্টার কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ও ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে খাগড়াছড়ির শহরের স্বনির্ভর বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ারে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। মিছিলে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও যোগ দেয়। চেঙ্গী স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নারীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন, ধর্ষণ, খুনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ না করাই এ ধরনের ঘটনা বার বার ঘটছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

বক্তারা আরো বলেন, পাহাড়ি নারীরা আজ কোথাও নিরাপদ নয়। নিজ বাড়িতেও তারা নিরাপদে থাকতে পারছে না। পানি আনতে গেলে তারা ধর্ষিত হচ্ছে, লাকড়ি আনতে গেলে তারা ধর্ষিত হচ্ছে, গরু চরাতে গেলে ধর্ষিত হচ্ছে। সরকার- প্রশাসন পাহাড়ি নারীদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ অবস্থা আর কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এ সকল নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদেরকেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

বক্তারা নারী নির্যাতন সহ সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নারী সমাজ ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে একই ঘটনার প্রতিবাদে ও দিঘীনালায়ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে সকাল ১০ টায় ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে থানা বাজার প্রদক্ষিণ করে বাস স্টেশন ঘুরে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ডেইজী চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী মেমোরি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা জীবন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা কলেজ শাখার সভাপতি অংকন চাকমা। বিজয়া চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

এছাড়া মহালছড়ি এবং গুইমারাতেও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে মহালছড়ি কলেজ প্রাঙ্গন থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে মহালছড়ি উপজেলা পরিষদ মাঠে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি উষাময় খীসা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা।

অন্যদিকে দুপুর ১:৩০টার সময় গুইমারা থানার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গুইমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় গেটে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পঞ্চসেন ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি সুমন্ত ত্রিপুরা ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা ও চিত্রজ্যোতি চাকমা প্রমুখ।

উল্লেখ্য গত ১৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে বাড়ির পাশ্ববর্তী টিলায় গরু আনতে গেলে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা উত্তর মিলনপুর গ্রামের মো: গফুর আলী মিস্ত্রির ছেলে মো: আজাহার আলী (২৫) পিছন দিক থেকে গিয়ে ঐ নারীকে হঠাৎ ঝাপটে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে তার স্বামী অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। তাকে প্রথমে দিঘীনালা উপজেলা হাসপাতালে ও পরে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় তার স্বামী বাদী হয়ে আজাহার আলীকে আসামী করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দিঘীনালা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু পুলিশ এখনো ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

৩য় বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা ॥ ৬ অক্টোবর ২০১২ ॥ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

৩য় বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা ॥ ৬ অক্টোবর ২০১২

রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহই রাঙামাটি-রামু'তে সহিংস আক্রমণের সহায়ক শক্তি, আক্রমণের ভিত রচিত সংবিধানের মধ্যেই!

[illegible]

পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে মোকাবিলা করতে হবে

রাজনৈতিক ভাষ্যকার

অবশেষে গত ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হলো। রাঙামাটি কলেজে দুই ছাত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটির মতো তুচ্ছ ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ কোন সভ্য মানুষ করতে পারে না। যারা এই হামলা চালিয়েছে তাদেরকে বর্বর ও সভ্য সমাজের কলংক ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে আখ্যায়িত করা যায় না।

প্রথম আলো গত ২৪ সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় কলামে লিখেছে, 'আদিবাসী এক ছাত্রের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে রাঙ্গামাটি কলেজের বাঙালি ছাত্রটি বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে কলেজে হামলা চালালে ছাত্ররা জাতিগত ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যায়। তবে কলেজের ঘটনাটিকে সংঘর্ষ বলা গেলেও কলেজের বাইরে যা ঘটেছে তা সোজাসাপ্টা জাতিবিদ্বেষী হামলা'। পত্রিকাটি আরো লিখেছে: 'ঘটনার বিবরণ বলছে, বিষয়টি আদিবাসী বনাম বাঙালিদের সংঘর্ষ নয়, বরং একতরফা বাঙালিদের তরফে আদিবাসীদের ওপর হামলার ঘটনাই সেখানে ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারল না বা কারও বিরুদ্ধে মামলাও হলো না?'

বস্তুত, বেশ কয়েকদিন ধরে উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ওপর হামলা চালানোর অজুহাত ও সুযোগ খুঁজছিল। গত ১৬ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির বেতছড়িতে সেটলাররা পাহাড়িদের ১৫ একর জমি বেদখলের চেষ্টা চালালে তা গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করে। খাগড়াছড়ি প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার কারণে গোষ্ঠীটি দাঙ্গা বাধাতে পারেনি। তবে সেটলাররা পরদিন 'পাহাড়িদের হামলার' প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে এবং বাজারে আসা দুই

> পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকেও এবং বিশেষত পাহাড়িদেরও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোকে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবিলা করা ছাড়া অন্য কোন পথ জনগণের সামনে খোলা নেই।

পাহাড়িকে বিনা কারণে মারধর করে। এ ক্ষেত্রেও পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার কারণে (আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় ও হামলাকারী কয়েকজনকে আটক করে) এবং পাহাড়িরা সেটলারদের এসব উস্কানির ফাঁদে পা না দেয়ায় পরিস্থিতি খারাপের দিকে গড়ায় নি। উক্ত হামলার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ এক বিবৃতিতে উল্লেখ করে, দৃশ্যতঃ সেটলারদের একটি বিশেষ অংশ পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা বাঁধিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। গতকাল রবিবার বেতছড়িতে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা ও আজ সোমবার ভুয়া ইস্যু নিয়ে খাগড়াছড়ি শহরে তাদের মিছিল তারই ইঙ্গিত বহন করে।'

এরপর গত ১৮ সেপ্টেম্বর আবু তাহের নামে পানছড়ির এক নেতার ওপর পাহাড়িরা হামলা করেছে এই অভিযোগে পানছড়িতে উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটি উত্তেজনা ছড়ায়। উক্ত নেতার ওপর হামলার বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। অনেকের ধারণা খাগড়াছড়ি থেকে মোটর সাইকেল যোগে পানছড়ি যাওয়ার সময় তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। তবে যেই হোক, উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটি বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। তারা পানছড়িতে পরদিন হরতাল আহ্বান করে ও এক পাহাড়ি ইউপি চেয়ারম্যানকে মারধর করে। শুধু তাই নয়, তারা খাগড়াছড়িতেও ঝটী মিছিল বের করে। আহত হয়েছেন আওয়ামী লীগের এক নেতা, আর বিক্ষোভ মিছিল ও হরতাল পালন করছে পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ। পানছড়িতে হরতালের সাথে আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট নয় বলেও পানছড়ির আওয়ামী লীগের এক নেতা জানান যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা যায় উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটি কি চাইছে।

খাগড়াছড়িতে দাঙ্গা বাঁধাতে ব্যর্থ হয়ে তাদের টার্গেট হয় রাঙামাটি। সাবেক চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের মরদেহ পাকিস্তান থেকে রাঙামাটিতে নিয়ে আসার বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়ে বিরাট ইস্যু সৃষ্টি করে ও প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। সড়ক অবরোধও পালন করে। অথচ সমঅধিকার আন্দোলন, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোকে রাজাকার গোলাম আজমসহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে কখনো সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। বরং তাদের রাজনীতি এই রাজাকার যুদ্ধাপরাধীদের সাথেই গভীরভাবে যুক্ত। তাই বড় প্রশ্ন থেকে যায়, এটা যদি ত্রিদিব রায়ের মরদেহ না হয়ে গোলাম আজমের কিংবা সাকাচৌধুরী কাদের চৌধুরীর মরদেহ হতো তাহলে তারা এভাবে প্রতিহত করার ঘোষণা দিতেন কীনা।

২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটিতে যে হামলা হলো তা তথাকথিত সমঅধিকারওয়ালাদের ত্রিদিব রায়কে নিয়ে আসা প্রতিহত করার কর্মসূচির অংশ মাত্র। তাছাড়া রাঙামাটি কলেজে এক পাহাড়ি ও এক বাঙালি ছাত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটিও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে। অর্থাৎ যে কোনভাবে পাহাড়িদেরকে মারামারিতে প্ররোচিত করা, যাতে সেটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ করা যায়। আমরা আশাকরি, রাঙামাটি কলেজে গঠিত তদন্ত কমিটি এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখবে।

আগ্রাসী বাঙালীদের হামলা রোধে রাঙামাটি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আশে পাশে বাঙালিদেরকে লাঠি হাতে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছাকাছি অবস্থান থেকেই তারা পাহাড়িদের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। এ সময় উপস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে সম্পূর্ণ নীরব থাকতে দেখা গেছে। আড়াই ঘন্টা ধরে তাণ্ডব চালানোর পরই কেবল দুপুর একটার দিকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই দীর্ঘ সময়ে পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিছুই করেনি। তারা বরং বাঙালিদেরকে হামলার সুযোগ করে দিয়েছে। আক্রমণকারীদের মধ্যে একজনকেও গ্রেপ্তার না করায় হামলায় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ইন্ধন ছিল কিনা যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

রাঙামাটির পরিস্থিতি বর্তমানে কিছুটা শান্ত হলেও ভীতি ও আতঙ্ক এখনো কাটেনি। এটা দূর করা প্রশাসন তথা সরকারের দায়িত্ব। যদি আগের মতো হামলাকারীদের বিচার ও শাস্তি না হয়, যদি উগ্রসাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের গোড়ায় অশুভ শক্তি সার পানি ঢালা অব্যাহত রাখে এবং যদি প্রশাসন তার নিরপেক্ষতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ২২ সেপ্টেম্বরের মতো ঘটনা অপেক্ষা করছে। গত সাড়ে তিন দশকের অভিজ্ঞতা এই উপসংহারে আসতে আমাদের বাধ্য করে।

অপরদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকেও এবং বিশেষত পাহাড়িদেরও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোকে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবিলা করা ছাড়া অন্য কোন পথ জনগণের সামনে খোলা নেই। দুই পার্টির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সহিংসতায় আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০০ জন নিহত হয়েছেন (এর মধ্যে ইউপিডিএফের ২৫০ জনের কাছাকাছি)। তারা যদি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে প্রাণ দিতে বাধ্য না হয়ে অধিকারের লড়াইয়ে শহীদ হতেন তাহলে কে জানে আজ হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ পাহাড়ের বুকে স্বায়ত্তশাসনের সূর্যের উদয় হতো।■

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের উপর হামলার প্রতিবাদে

১ম পাতার পর

ঘটানোর সাহস পাচ্ছে।

বক্তারা অবিলম্বে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সন্তু লারমাকে রাঙামাটিতে হামলার প্রতিবাদে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জেএসএস সন্তু গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান উষাতন তালুকদার কয়েক দিন আগে নিজেই আঞ্চলিক পরিষদকে নিধিরাম সর্দার আখ্যায়িত করেছেন; তাই তাদের উচিত সেখান থেকে পদত্যাগ করা।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি এবং রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়ি ও কাউখালিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নান্যাচরে ইউপিডিএফ যুক্ত তিন সংগঠন সমাবেশ করতে চাইলে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে বাধা দেয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা নান্যাচরে প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারির ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে প্রশাসন বিনা কারণে ১৪৪ ধারা জারি করে বিক্ষোভ মিছিলে বাধা প্রদান করেছে। এটা গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুদুকছড়ি বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে থেকে দুপুর ১টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য সোনামনি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক তাপুমনি চাকমা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। কুদুকছড়ি ক্যাম্পের সেনারা মিছিল ও সমাবেশে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে।

অপরদিকে, কাউখালির পানছড়ি ও বেতবুনিয়ায় দুটি স্থানে সমাবেশ হয়েছে। এতে কয়েক শ' নারী পুরুষ অংশ নেন। বক্তারা রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর বাঙালিদের পরিকল্পিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান, এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেন।

ইউপিডিএফ-যুক্ত তিন সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন কাউখালি সদরে সমাবেশ করতে চাইলে প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। এরপর সমাবেশের স্থান পরিবর্তন করা হয়।

এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদে ও হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির গুইমারায় পাহাড়ি ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল করেছে। দুপুর ১টায় গুইমারা হাসপাতাল গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় গেটে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি হরিকমল ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পঞ্চসেন ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি সুমন্ত ত্রিপুরা ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা। চিত্র জ্যোতি চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

বক্তারা অবিলম্বে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর দাবি জানান।

ঢাকায় বিক্ষোভ

রাঙামাটিতে পাহাড়ী জনগণের উপর হামলা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এক জাতিগত দাঙ্গা সৃষ্টির চক্রান্তের প্রতিবাদে গত ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (এম.এন. লারমা), হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সামিউল আলম, নয়াগণতান্ত্রিক গণমোর্চার জৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের শাহনু সুমন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিনা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (এম.এন. লারমা) নেতা ইকো চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন হেমন্ত কুমার।

বক্তারা রাঙামাটিতে পাহাড়িদের উপর হামলার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবী করেন। তারা বলেন, সরকার কিছুতেই এ ঘটনার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাশাসন প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, দেশে পার্লামেন্টারী শাসন থাকবে আর পাহাড়ে মিলিটারি রুল চলবে না।

সমাবেশ শেষে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচার ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গুইমারায় পিসিপির বিক্ষোভ

মানিকছড়ির সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচার ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গুইমারায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুরে গুইমারা থানার সড়ক ও জনপদ বিভাগের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে গুইমারা বাজারে যেতে চাইলে স্কুল গেটের সামনে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে মিছিলটি সেখান থেকে ফিরে গিয়ে রামেসু বাজার গেটে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি অংগ্য মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পঞ্চসেন ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা না মিটিয়ে সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচার বন্ধ করার দাবি জানান এবং দেশে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান।

বক্তারা বলেন, সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সম্পত্তি। সরকার ইচ্ছা করে এ এলাকার জনগণকে গ্যাস প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছে। বক্তারা সেমুতাঙের গ্যাস দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের চাহিদা মেটানোর দাবি করেন।

পিসিপি'র জগনাতলী স্কুল কমিটি গঠিত

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার জগনাতলী হাইস্কুলে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে বিজয় চাকমাকে সভাপতি, জিপু চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও স্বপন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

গত, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখ স্কুলের হল রুমে এক ঘরোয়া আলোচনা সভার মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সহ সভাপতি ইটিন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

দিঘীনালার মেরুংয়ে সেটলার কর্তৃক ভূমি বেদখলের সংক্ষিপ্ত চিত্র

দিঘীনালা প্রতিনিধিঃ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম মেরুং। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে আশির দশকের দিকে এ ইউনিয়নের বেশির ভাগ পাহাড়ি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নিজ বসতভিটা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে গিয়ে শরণার্থী জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সুযোগে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটলাররা পাহাড়িদের হাজার হাজার একর জায়গা-জমি বেদখল করে বসতি স্থাপন করে। ১৯৯৭ সালে সরকার এবং জেএসএস'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হলে ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি শরণার্থীরা ভারত থেকে স্বদেশে ফিরে আসে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের এখনো নিজ জায়গায় পুনর্বাসন করা হয়নি। ফিরে পায়নি নিজ জায়গা-জমিও। বিগত জরুরী অবস্থার সময় আবারো সেটলাররা ব্যাপকভাবে পাহাড়িদের জায়গা বেদখল করে নেয়। এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে।

১৬ নং বুড়িঘাটছড়ায় পাহাড়িদের কাছ থেকে বেদখলকৃত জায়গায় ঘেরা দিচ্ছে সেটলাররা

সরেজমিনে গিয়ে স্থানীয় পাহাড়িদের সাথে কথা বলে জানা যায়, মেরুং বাজার হতে জারুল্ল কার্বারী পাড়া পর্যন্ত বিগত ২০০৮ সাল থেকে নতুন করে কমপক্ষে ৬০০ একর জায়গা সেটলাররা বেদখল করেছে।

ভূমি বেদখলের শিকার ২৯ নং ছোট মেরুং মৌজার চংড়াছড়ি ফুলচান কার্বারি পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা মৃত শান্তময় চাকমার ছেলে বুদ্ধিংখো চাকমা(৬৫) জানান, তার দাদু ফুলচান কার্বারীর নামে ১৬ একর ধান্য জমি ও ৭ একর উঁচু ভূমি(পাহাড়) ছিল। সেটলার জয়নুল সিকার, আবুল হোসেন সিকার, মিলন ফরাজীরা সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে। এসব জমি বর্তমানে তারা ভোগ-দখল করছে। জায়গা-জমি হারিয়ে বর্তমানে তিনি সামান্য বসতভিটা আর ১১০ শতক ধান্য জমি নিয়ে কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করছেন। এই জায়গাটিও সেটলাররা দয়াপরবশ হয়ে তাকে দিয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, আগে তাদের গ্রামে ১২০ পরিবার বসবাস করত। উচ্ছেদ হতে হতে বর্তমানে মাত্র ১৫ পরিবার বসবাস করছে। বেদখলকৃত জমিগুলো ফেরত চাইলে সেটলাররা জীবননাশের হুমকি দেয় বলে তিনি জানান।

তার কাছ থেকে জানা যায়, প্রকৃত জমির মালিক পাহাড়িরাই নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করে যাচ্ছে। তবে, তারা খাজনা পরিশোধ করলেও সেটলাররাই জমিগুলো ভোগদখল করছে।

একই গ্রামের বাসিন্দা মৃত কুসেন্দ্র চাকমার ছেলে চিত্ত চাকমা (৭০) জানান, তাদের জমিগুলো সেটলার আলিদের দখলে রয়েছে। ছোট মেরুং মৌজার হেডম্যান বাহাদুর চাকমার সাথে কথা বলে জানা যায়, এ এলাকায় পাহাড়িদের অধিকাংশ জমি সেটলাররা জোর করে বেদখল করে নিয়েছে। বেদখলকারী সেটলারদের মধ্যে মোশারফ, আলি আহম্মদ, দুইমিয়া, করিম মেম্বার, আবুব আলী, জলিল মেম্বারের দল, ডাঃ ছবি, শাহজাহান, শুক্কুর, রফিক, মতি সওদাগর, আনোয়ার এবং কেরামত আলি উল্লেখ যোগ্য।

একই ইউনিয়নের বুয়াছড়া গ্রামের জনধন চাকমা(৬০)-এর সাথে কথা বলে জানা যায়, গত ৮ সেপ্টেম্বর সাদেক মিয়া, আফাস উদ্দিন, সাত্তার, মোফাজ্জল তাদের দলবল নিয়ে দিঘীনালা থানার এসআই সেলিমের সহযোগিতায় তার বসতভিটা দখল নিতে যায় এবং বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্র ভাঙচুর করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর ইউপিডিএফ ও জেএসএস(এম এন লারমা) পৃথক পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়। এরপর সেটলাররা তাকে ঘরের চাবি ফেরত দিতে বাধ্য হয়। বাড়িতে যেতে পারলেও তিনি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনযাপন করছেন। সেটলাররা যে কোন সময় হামলা করতে পারে বলে তার আশংকা। তার বাড়ির পাশে ধান্য জমিটিও সেটলাররা বেদখল করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে ২৮ নং রেংকার্য্যা মৌজার লিচু বাগান এলাকার জারুল্ল কার্বারী পাড়ায় বসবাসকারী পাহাড়িদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক দিন আগেও সেখানে ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে সেটলাররা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেছে। তারা জানান, ২০০৮ সালে লিচু বাগানের অধিকাংশ জায়গা সেটলার আকবর সিকার, কবি সিকার, মিলন ফরাজী এবং সামসু তালুকদারের নেতৃত্বে বেদখল করা হয়েছে। পাহাড়িরা বাধা দিতে গেলে সেটলাররা তাদেরকে বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। সেটলাররা তাদেরকে জীবননাশেরও হুমকি দেয়। ফলে আর কেউ বাধা দেয়ার সাহস পায়নি। এরপর উপায়ন্তর না দেখে ছোট মেরুং মৌজার হেডম্যান এবং রেংকার্য্যা মৌজার হেডম্যান-এর যৌথ স্বাক্ষরে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদ জানিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বরাবরে স্মারকলিপি দেয়া হয়। কিন্তু কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে এ এলাকার পাহাড়িরা খুব আতঙ্কের মধ্যে জীবন-যাপন করছেন। যে কোন মুহূর্তে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কখন যে সেটলাররা ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে তাদের উপর হামলা চালায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পাহাড়িদের জায়গা-জমি সম্পূর্ণ বেদখল হয়ে যাবে। তাই এ এলাকায় ভূমি বেদখল বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বেদখলকৃত ভূমি ফিরে পেতে পাহাড়িরা সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার

১ম পাতার পর

হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি, পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রীতি স্থাপিত হয়নি। বরং উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটি প্রশ্রয় পেয়ে বিষাক্ত ফণা তুলে নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনগণের বুকে নতুন করে ছোবল মেরেছে।'

যারা শান্তি হরণকারী, যারা প্রকাশ্যে পাহাড়ি-বাঙালি বিদ্বেষ ছড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস দূষিত করে তাদের রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়, সেই উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমেই একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নেতৃবৃন্দ রাঙামাটিতে পাহাড়ি ও বাঙালি জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কতিপয় আশু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। এগুলো হলো অবিলম্বে হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, উগ্রজাতীয়তাবাদী উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পাহাড়ি বিদ্বেষী প্রচারণা বন্ধ করা এবং পুলিশসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনের উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত পাহাড়িদের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ বসতিতে

শেষ পাতার পর

হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার, মহাজন পাড়া ঘুরে আবার উপজেলা পরিষদ হয়ে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে স্বনির্ভর বাজারে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি উমেশ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জিকো মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মাত্রী চাকমা। এছাড়া উপালি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের চন্দ্রবংশ ভিক্ষুও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য তপন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

অন্যদিকে রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার কচুখালীতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বিক্ষোভ মিছিল করতে চাইলে পুলিশ বাধা দিয়ে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গত ১ অক্টোবর সোমবার বিকাল ৩টায় কচুখালী মাঠে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা মিছিলের প্রস্তুতি নিলে কাউখালী থানা থেকে একজন এসআইয়ের নেতৃত্বে একদল পুলিশ এসে মিছিল করতে বাধা দেয়। এ সময় পুলিশ সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলকারীদের ছত্র ভঙ্গ করে দেয় এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য রূপন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কাউখালী উপজেলা শাখার সভাপতি অর্জন চাকমা ও নিশান চাকমাকে আটকের চেষ্টা চালায়।

ইউপিডিএফ-এর নিন্দা ও প্রতিবাদ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সভাপতি প্রসিত খীসা গত ৩০ সেপ্টেম্বর সংবাদ মাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে রামু উপজেলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া অধ্যুষিত এলাকায় হামলা, লুটতরাজ, বাড়িঘর, দোকান ও বিহারে অগ্নিসংযোগ এবং বুদ্ধ মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা রাঙামাটিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সহিংস হামলার সপ্তাহ না পেরতে গত রাতে রামুতে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় দেশে সংখ্যালঘু জাতি-সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ইউপিডিএফ নেতা বলেন, জনৈক বড়ুয়া কোরান শরীফ অবমাননামূলক ছবি তার ফেইসবুক একাউন্টে পোস্ট করেছে এই মিথ্যা অজুহাতে একদল উগ্রধর্মান্ধ এই ন্যাক্কারজনক হামলা চালিয়েছে।

হামলা রোধে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি আরো বলেন, 'হামলার শিকার কয়েক জনের ভাষ্য মতে, পুলিশ যথাসময়ে বাধা দিলে এবং ১৪৪ ধারা জারি করলে এ হামলা রোধ করা যেতো।'

তিনি অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার-শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং বিধ্বস্ত বিহার ও বুদ্ধমূর্তি পুনর্নির্মাণের দাবি জানান। এছাড়া কে বা কারা উত্তম বড়ুয়া নামের এক যুবকের ফেইসবুক একাউন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কোরান অবমাননামূলক ছবি ট্যাগ করে দিয়েছে তাও তদন্তপূর্বক দোষীকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, উত্তম বড়ুয়া নামে রামু এলাকার এক ব্যক্তির ফেসবুক একাউন্টে কোরান অবমাননাকর ছবি পোস্ট করা হয়েছে অভিযোগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী রামু উপজেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসতিতে হামলা, ভাঙচুর, বিহার ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ১২টি বৌদ্ধ বিহার ও কমপক্ষে ৩০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়ে ছাই করে দেয়া হয় এবং কয়েক শ' বাড়ি-দোকানপাট ভাঙচুর ও ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়। এ হামলার পরদিন কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায়ও বৌদ্ধ বসতিতে হামলা, ভাঙচুর ও বিহারে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, মানববন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

ধুদুকছড়ায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী হামলায় ২ ইউপিডিএফ কর্মী ও সমর্থক নিহত

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার ধুদুকছড়ায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় এক ইউপিডিএফ সদস্য পীযূষ কুমার চাকমা (৩৫) ও একনিষ্ঠ সমর্থক সুনীতি চাকমা (৪৫) নিহত হয়েছেন।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল আনুমানিক পৌনে ৯টার সময় আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের ৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ধুদুকছড়া ব্রিজের পাশের একটি দোকানে ইউপিডিএফ সদস্যদের ওপর অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় ইউডিএফ সদস্যরা উক্ত দোকানে অবস্থান করছিলেন। সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে শান্তি টিলা গ্রামের সুনীতি চাকমা (ফলা বাপ) পিতা বিচিত্র চাকমা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আর পীযূষ কুমার চাকমা আহত অবস্থায় পার্শ্ববর্তী ছড়ায় ঝাঁপ দেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ১ কিলো মিটার দূরে লোগাং ছড়া থেকে পানিতে ভাসমান অবস্থায় তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। তিনি পানছড়ির দক্ষিণ নালকাটা গ্রামের সুরেন্দ্র লাল চাকমার ছেলে।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা উক্ত হামলাকে কাপুরুষোচিত আখ্যায়িত করে বলেন, 'সরকারের দালাল সন্তু লারমা ও তার সশস্ত্র গুণ্ডারা শান্তির ভাষা ঐক্যের ভাষা বোঝে না। তাই জনগণের উচিত এই নরাধমরা যে ভাষা বোঝে সে ভাষায় জবাব দেয়া।'

এ ঘটনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি জেলা সদর, পানছড়ি ও নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন।

খাগড়াছড়ি শহরে বিকাল সাড়ে ৩টার সময় মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের মাঠ থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ব্যানারে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে, উপজেলা পরিষদ হয়ে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা সংগঠক চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মাত্রী চাকমা।

এছাড়া দুপুর ২:৩০টায় পানছড়ি উপজেলার কলেজ গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে পানছড়ি বাজার সহ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জিরো স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক পরম বিকাশ ত্রিপুরা ও সুমেধ চাকমা প্রমুখ।

এদিকে দুপুর ১টায় রাঙামাটির নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। উপজেলার টেস্ট হাউজ মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার টেস্ট হাউজ মাঠে এসে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সহসভাপতি ইটন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

এসব সমাবেশে বক্তারা এ হামলার ঘটনাকে কাপুরুষোচিত উল্লেখ করে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে সন্তু লারমা একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারে বসে সন্তু লারমা এসব হত্যাকাণ্ড চালালেও সরকার তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

বক্তারা সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এলাকায় এলাকায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে দুই ইউপিডিএফ কর্মী ও সমর্থককে হত্যাকারী সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণ করে ইউপিডিএফ-এর দুশতাধিক নেতা-কর্মীকে হত্যার দায়ে সন্তু লারমার বিচার দাবি করেন।

বেতছড়ির বড়নালে সেটলার কর্তৃক

শেষ পাতার পর

সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

ইউপিডিএফ-এর নিন্দা ও প্রতিবাদ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা পৃথক বিবৃতিতে বেতছড়ির বড়নালে সেটলার কর্তৃক ভূমি বেদখল চেষ্টা ও দুই পাহাড়িকে মারধরের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ইউপিডিএফ নেতা বলেন, চুক্তির পর গত কয়েক বছরে, বিশেষত জরুরী অবস্থার সময় বেতছড়িসহ আশেপাশের এলাকায় শত শত একর জমি সেটলাররা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। সরকার সে সব জমি এখনো ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেনি। এ যাবত ভূমি বেদখলের সাথে জড়িত কাউকে শাস্তি দেয়া দূরের কথা গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়নি। এ কারণে বার বার ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে চলেছে।

অপর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'দুশাতর সেটলারদের একটি বিশেষ অংশ পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা বাঁধিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি অবিলম্বে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার, এ যাবত বেদখলকৃত জমি প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও দাঙ্গাবাজ সেটলারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা ও সহ সাধারণ সম্পাদক অংকন চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি বেদখল অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সেটলাররা বেতছড়ির বড়নালে পাহাড়িদের জায়গা জোরপূর্বক বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। পাহাড়িদের প্রতিরোধের মুখে জায়গা বেদখলে ব্যর্থ হয়ে সেটলাররা খাগড়াছড়ি বাজারে আসা বেতছড়ি এলাকার দুই পাহাড়িকে মারধর করে আহত করেছে।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জায়গা-জমি পাহাড়ি জনগণেরই সম্পত্তি। পরিকল্পিতভাবে সেটলারদের দিয়ে পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখলের মাধ্যমে তাদেরকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

বক্তারা ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য পাহাড়ি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে বেতছড়িতে সেটলার কর্তৃক জায়গা বেদখল বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, জায়গা বেদখল প্রচেষ্টার সাথে জড়িত সেটলারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বেআইনী আটক, শারীরিক নির্যাতন, ভূমি বেদখল ইত্যাদি ঘটলে তা দ্রুত আমাদেরকে জানান

দিঘীনালায় ক্যাপ্টেন জাকারিয়ার কাণ্ড!

দিঘীনালা প্রতিনিধি।

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা ক্যান্টনমেন্টের ক্যাপ্টেন জাকারিয়া চাঁদাবাজির নাটক সাজাতে দিঘীনালায় এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

গত ২৯ আগস্ট বুধবার বিকাল ৫টার সময় ক্যাপ্টেন জাকারিয়া একটি অফিসারের গাড়িতে করে মাইনি রিসোর্টে যান। সেখানে গিয়ে রিসোর্টে কর্মরত ২ জন কর্মচারীকে রিসোর্ট থেকে বের করে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করান। এরপর বাঙালি ড্রাইভার চালিত একটি মোটর সাইকেল আটকিয়ে চাঁদা দাবি করার ভঙ্গিতে দাঁড়াতে বাধ্য করেন। এ সময় তিনি তাদেরকে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলেন এবং ভিডিও করেন।

এটা করার পর ৫:৪০টার সময় তিনি কলাবাগানে অরুণ শান্তি চাকমার দোকানে যান। সেখানে গিয়ে প্রথমে তিনি অরুণ শান্তি চাকমাকে রাস্তার উপর দাঁড় করান এবং দোকানে বসা প্রমোদ মুৎসুদ্দী নামের এক বাঙালিকে একটি মোবাইল ও ১,০০০(এক হাজার) টাকা দিয়ে তাকেও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বলেন। এরপর সে অরুণ শান্তি চাকমাকে ঐ বাঙালির কাছ থেকে টাকা ও মোবাইল কেড়ে নিতে বলেন এবং ক্যামেরায় এই ছবি ধারণ করার চেষ্টা করেন। অরুণ শান্তি চাকমা এতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ফলে ক্যাপ্টেনের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এরপর তিনি মোবাইল ও টাকাগুলো প্রমোদ মুৎসুদ্দীর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে দিঘীনালা উপজেলা সদরে লার্মা স্কোয়ারে গিয়ে জেএসএস(এমএন)-এর কয়েকজন কর্মীকেও ছবি তুলেছেন বলে জানা গেছে। সন্ধ্যায় তিনি আবার মেরুংয়ের দিকে গিয়ে রাত সাড়ে ৭টা দিকে ফিরে এসেছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। কি কারণে তিনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে, এলাকাবাসীর ধারণা চাঁদাবাজির নাটক সাজাতে ক্যাপ্টেন জাকারিয়া এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এ নিয়ে এলাকার জনমনে নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হয়।

ধ্বংসযজ্ঞের ৯ বছরপূর্তিতে মহালছড়িতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে সেনা-সেটলার কর্তৃক ধ্বংসযজ্ঞের ৯ বছরপূর্তিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ আগস্ট রবিবার সকাল ১০টায় মহালছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সুধাংশু বিকাশ খীসার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক সর্বানন্দ চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি উদয়ময় খীসা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা, মহালছড়ি সদর ইউনিয়নের মহিলা সদস্য যবনিকা চাকমা ও বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা জুলি চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহালছড়ি ইউপি কমিটির সভাপতি জুনি মারমা ও উপস্থাপনা করেন মংচো মারমা।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ২৬ আগস্ট মহালছড়িতে সেনাবাহিনী ও সেটলাররা ১০টি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে সাড়ে তিন শতাধিক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। সেদিন তাদের আক্রমণে নৃশংসভাবে খুন হন ৮০ বছরের বৃদ্ধ বিনোদ বিহারী খীসা। আট মাস বয়সী এক শিশুকেও তারা গলাটিপে হত্যা করে এবং ৯ জন জুম্ম নারীকে ধর্ষণ করে। হামলাকারীরা ৪টি বৌদ্ধ মন্দির পুড়ে দেয়, বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুর করে এবং ব্যাপক লুটপাট চালায়। সেনা-সেটলারদের আক্রমণে সেদিন বহু পাহাড়ি আহত হয়।

কিশোরীকে ধর্ষণকারী পুলিশ সদস্যের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

দিঘীনালাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ, মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার ৯ মাইল এলাকার তপন কার্বারী পাড়ায় ১১ বছরের এক পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণকারী অতিলটিলা পুলিশ ক্যাম্পের কনস্টেবল মো: রাসেল রানার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এছাড়া এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

দিঘীনালা: গত ২২ আগস্ট বুধবার বিকাল ৩টায় ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে থানা বাজার ঘুরে লার্মা স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সহ সভাপতি জীবন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সহ সভাপতি অংকেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা, দিঘীনালা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা, বোয়ালখালী মৌজার হেডম্যান রিপিন রায় পোমাং ও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক মিঠুন ত্রিপুরা। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলো জীবন চাকমা।

সমাবেশ থেকে বক্তারা ধর্ষণকারী পুলিশ কনস্টেবল মো: রাসেল রানার ফাঁসি, অবিলম্বে অতিলটিলা পুলিশ ক্যাম্প প্রত্যাহার ও ধর্ষিতার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

গুইমারা: একই দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গুইমারায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত ২২ আগস্ট বুধবার বেলা ২:৩০টার সময় গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গুইমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে গুইমারা প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি সুমন্ত ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পরশেন ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিপু ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি যুগেশ ত্রিপুরা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক চির জ্যোতি চাকমা।

খাগড়াছড়ি: দিঘীনালায় কিশোরীকে ধর্ষণকারী পুলিশ কনস্টেবল মো: রাসেলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অতিলটিলা পুলিশ ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত ২৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ারে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে চেঙ্গী স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুগ্রীব চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক এপ্রিং মারমা এবং সমাবেশ পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারাদেশে নারীদের উপর যৌন নিপিড়ন-নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ অব্যাহতভাবে চলছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়ার কারণে এই অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

বক্তারা আরো বলেন, যে পুলিশ ক্যাম্পের মাধ্যমে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করার কথা সে পুলিশ ক্যাম্পের সদস্য কর্তৃক যদি কিশোরী ধর্ষিত হয়, নারীদের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটে তাহলে ৯ মাইল এলাকায় সে ধরনের পুলিশ ক্যাম্প থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই।

বক্তারা পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণকারী পুলিশ কনস্টেবল মো: রাসেল রানার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ধর্ষিতার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, অবিলম্বে অতিলটিলা পুলিশ ক্যাম্প প্রত্যাহার ও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

এদিকে ধর্ষণকারী পুলিশ কনস্টেবল রাসেল রানার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২৩ আগস্ট দিঘীনালায় এলাকাবাসী মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এক ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন দিঘীনালা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শতরূপা চাকমা, কবাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নীমা দেওয়ান, বাবু ছড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য গোপাদেবী চাকমা, দিঘীনালা নারী সমাজের প্রতিনিধি লিপি দেওয়ান ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা।

মানববন্ধন শেষে দিঘীনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে দিঘীনালা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে ধর্ষক রাসেল রানাকে দ্রুত বিচারের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা, ধর্ষিতার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের [অন্যূন বিশ লক্ষ টাকা] ব্যবস্থা করা, নয় মাইল এলাকা থেকে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেয়া, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে এবং নারীরা যাতে এলাকায় স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ইতিপূর্বে দীঘিনালাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের সকল ঘটনার বিচার ও দোষীদের শাস্তি প্রদান করার দাবি জানানো হয়।

গত ২১ আগস্ট মঙ্গলবার বিকাল ২:৩০টার সময় দিঘীনালা উপজেলার ৯ মাইল এলাকার অতিল টিলা পুলিশ ক্যাম্পের পাশে গরু চরাতে গেলে ঐ পুলিশ ক্যাম্পের কনস্টেবল রাসেল রানা কর্তৃক উক্ত কিশোরীটি ধর্ষণের শিকার হয়।

শহীদ রূপক চাকমার ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী শহীদ রূপক চাকমার ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টায় নারাঙহিয়াস্থ চেঙ্গী স্কোয়ারে অবস্থিত শহীদ রূপক চাকমার আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ), বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন সহ জনগণের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপ চাকমা এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি বলেন, রূপক চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে একজন একনিষ্ঠ ও সাহসী কর্মী ছিলেন। সন্তু চক্র তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্তু লারমাকে অবশ্যই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

তিনি রূপক চাকমার আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান করার জন্য ছাত্র সমাজ সহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, রূপক চাকমা বিগত ২০০১ সালে ইউপিডিএফ-এর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে পানছড়ি উপজেলার পুজগাঙের মধুমঙ্গল পাড়ায় সন্তু চক্রের সশস্ত্র হামলায় নিহত হন। তিনি পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

বান্দরবানের থানচিসহ পাহাড়ে অব্যাহত ভূমি বেদখল বন্ধের দাবিতে ঢাকায় বিক্ষোভ

বান্দরবানের থানচিসহ পাহাড়ে অব্যাহত ভূমি বেদখল, বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ, বিজিবি ক্যাম্প ও সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ বন্ধের দাবিতে গত ৮ আগস্ট সকাল সাড়ে ১১টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে যৌথভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে বিজিবি কর্তৃক থানচিতে ভূমি অধিগ্রহণ এবং বিতর্কিত খাদেমুল ইসলামকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে পুনঃনিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ না করলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে সরকারের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারী দেন বক্তারা।

'ভূমি দস্যুদের আগ্রাসন রোধে ছাত্র-যুব শক্তি এক হও' এই স্লোগানে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি অংগ্য মারমা, জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল স্মৃতি চাকমা, ল্যাম্পপোস্টের সংগঠক আফরোজা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, মুন্ডা জাতিসত্তার প্রতিনিধি খুরশিদ পাহান এবং গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা। সভা পরিচালনা করেন সুমেন চাকমা।

সমাবেশে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বাংলাদেশেরই নাগরিক। তারা শান্তিপ্রিয় এবং খুবই বিনয়ী। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে লুটেরা দুর্নীতিবাজ বাঙালি শাসক শ্রেণী পাহাড়ি জনগণের উপরে সেনা শাসন জারি রেখেছে। পার্বত্য জনগণের সভা-সমাবেশ সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে জাতিসত্তাসমূহকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিবর রহমানের সরকার পাকিস্তান আমলের শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল না করে একে অর্পিত সম্পত্তি আইন নাম দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ও জমি আওয়ামী লীগ ও তাদের সাথে সম্পর্কিত লোকজন ভোগ দখল করেছে। ১৯৪৭ সনে দেশ ভাগের পর উর্দুভাষী জনগণ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কতিপয় উর্দুভাষী নেতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার অপরাধে ১৯৭২ সনে উর্দুভাষী জনগণের উপর হামলা চালানো হয়। তাদের জমি বাড়ি কেড়ে নেয়া হয়। অন্য দিকে সমতলে বসবাসরত সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, মুন্ডা, মনিপুরীসহ সংখ্যালঘু জনগণকে তাদের ভূমি থেকে গত ৪১ বছর ধরে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি না থাকায় সংখ্যালঘু জাতি ও ভাষা-ভাষী জনগণের উপর এই শোষণ নির্যাতন জারি আছে। জনগণের নতুন সংবিধান, শ্রমিক কৃষকসহ সকল নিপীড়িত জাতি ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাই আমাদের সংগ্রাম বেগবান হতে হবে।

মুন্ডা জাতিসত্তার প্রতিনিধি খুরশিদ পাহান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি নিয়ে যে সমস্যা সমতলেও একই সমস্যা। সরকারের অর্পিত সম্পত্তি আইন একটি মানুষ ঠকানোর আইন, যেটি শেষ বেলায় মানুষের হাতে পড়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ আবেদন করার কোন সুযোগ পায় নি। নওগা জেলাতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে আজো সংখ্যালঘু জনগণ খুন হচ্ছে। গত দুই মাসে মান্দা উপজেলায় চার জন সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠির মানুষ খুন হয়েছে। সমতলে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা ভূমি কমিশন গঠন এবং অর্পিত সম্পত্তি যে সম্প্রদায়ের সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সে সম্প্রদায়কে দেয়ার জোর দাবী জানান।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা বলেন, থানচি সদরে ১০ একর এলাকা নিয়ে একটি বিওপি এবং ১৯ কিলোমিটারের মধ্যে বলিপাড়ায় ৫২ একর বিশাল এলাকা জুড়ে বিজিবি-র একটি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর রয়েছে। এতৎ সত্ত্বেও উপজেলা সদরে প্রায় ৪০-৫০ একর জায়গার উপর নতুন একটি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাহাড়ি অধ্যুষিত ঐ জনবসতি এলাকা অধিগ্রহণ করা হলে কয়েক শত পরিবার বংশ পরম্পরার বাস্তুভিটা ও ভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হবে। এ নিয়ে এলাকায় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ বন্ধ করা না হলে এলাকাবাসীর সামনে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

যুব ফোরাম নেতা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে বিতর্কিত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পুনঃনিয়োগ দানের প্রক্রিয়া পাহাড়ি জনগণের ভূমি জোর করে কেড়ে নেয়ার সরকারি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকার যদি খাদেমুলকে নিয়োগদানের প্রক্রিয়া থেকে সরে না আসে, তাহলে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাথে নিয়ে তা প্রতিহত করবে।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।

খাগড়াছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আগ্রাসন দিবস পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম আগ্রাসন দিবস উপলক্ষ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে খাগড়াছড়িতে 'বেলুচ রেজিমেন্ট কর্তৃক রাঙামাটি দখল ও শোষণ-শোষণ: জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও পাহাড়ি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ আগস্ট সোমবার খাগড়াছড়ি জেলা শহরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতি ভবন হলরুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নিকোলাস চাকমা ও পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুগ্রীব চাকমা।

বক্তারা বলেন, ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি কালো দিবস। ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসন-শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে আজো মুক্ত হতে পারেনি। স্বাধীনতার পর থেকে এই বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। পাহাড়িদের নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করার জঘন্য নীল নক্সা শাসকগোষ্ঠি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বক্তারা সকল ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ছাত্র-যুব ও নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

পিসিপি'র খাগড়াছড়ি জেলা শাখার ১২তম কাউন্সিল সম্পন্ন

১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দু'দিন ব্যাপী খাগড়াছড়ি জেলা শাখার ১২তম কাউন্সিল সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। খাগড়াছড়ি সদরের নারানখিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে গত ২৫-২৬ আগস্ট দু'দিন ব্যাপী এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২৫ আগস্ট কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দনী চাকমা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাসিং মারমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক বিপুল চাকমা এবং সভা পরিচালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক অংকন চাকমা। শোক প্রস্তাব শেষে সকল শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা বলেন, সরকার ও শাসক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বের হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে। লোক দেখানো আন্দোলন ও সরকারের দালালিপনা বন্ধ করে জনগণের কাতারে এসে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তিনি সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানান।

মাইকেল চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য অবাঞ্ছিত ও বিতর্কিত ব্যক্তি বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পুনঃনিয়োগের ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি আরো বলেন, সরকার ও সন্তু লারমার মদদে বান্দরবানে ইউপিডিএফ জেলা অফিসে হামলা ও নেতা কর্মীদের উপর অতর্কিতে সন্ত্রাসী আক্রমনের তীব্র নিন্দা জানান এবং গ্রেফতারকৃত হামলাকারী সন্ত্রাসীদের বিচার ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য বিজয় মারমার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করেন।

চন্দনী চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন নারীরা আজ নিরাপরাদ নয়, সবাই তারা এক ভীতিকর পরিস্থিতির মুখে। তিনি আরো বলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লে. ফেরদৌসের বিচার না হওয়ায় পাহাড়ে নারী ধর্ষণ বেড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে একটি র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি চেঙ্গী স্কোয়ার গেলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে র‍্যালীটি আবার সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়।

এরপর বিকালে কাউন্সিলের ১ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমার সভাপতিত্বে এতে জেলা শাখার সহ সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমা ও সহ সাধারণ সম্পাদক হরি কমল ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন।

২৬ আগস্ট কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক বিপুল চাকমা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অংকন চাকমা। এ সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উমেশ চাকমা সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।

১২তম কাউন্সিল উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে র‍্যালী বের করা হয়।

ক া উ ি ম ল

অধিবেশন শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে উমেশ চাকমাকে সভাপতি, বিপুল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রজেন্টু চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলা শাখার বিদায়ী সভাপতি আপ্রুসি মারমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

এরপর নতুন কমিটির সভাপতি উমেশ চাকমার সভাপতিত্বে কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ'র কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাসিং মারমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক সিমন চাকমা ও খাগড়াছড়ি জেলা শাখার বিদায়ী সভাপতি আপ্রুসি মারমা।

আইসিআইপি-সিএইচটি রাঙামাটি হামলার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে

ইন্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিজিনাস পিপলস অব সিএইচটি (আইসিআইপি-সিএইচটি) ২২ - ২৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর সেটলার হামলার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করেছে।

গত ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে লেখা এক চিঠিতে সংগঠনটির প্রধান ড. অনিন্দ্য কুমার দেওয়ান এই দাবি জানান।

রাঙামাটি হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে তিনি বলেন, ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন পাহাড়ি ছাত্র, একজন সরকারী পাহাড়ি চিকিৎসক, ১২ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং রাঙামাটি কলেজের দুই জন পাহাড়ি শিক্ষক আহত হয়েছেন। বাঙালি সেটলাররা পাহাড়িদের দোকান, বাড়িঘর ও কিসিতে নির্বিচারে হামলা, ভাঙচুর চালায় ও আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনকি লংগদু ও চট্টগ্রাম শহরের মতো দূরবর্তী এলাকায়ও পাহাড়িদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭০ দশকের শেষ দিক থেকে শুরু হওয়া অব্যাহত সহিংসতার সাম্প্রতিক সংযোজন হলো বাঙালি সেটলার কর্তৃক রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর হামলা। 'যেহেতু বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতার কাঠামোগত ভিত্তি দূর করেনি তাই আমাদের আশঙ্কা রাঙামাটির এই হামলা শেষ হামলা হবে না'।

তিনি বলেন, 'এই কাঠামোগত কারণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদেরকে নিজ জমি থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে বাঙালিদের বসতিস্থাপন। আর এই বাঙালি সেটলাররা তাদের উক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য সময়ে সময়ে এ ধরনের আক্রমণ সংঘটিত করে থাকে'।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা উক্ত চিঠিতে তিনি ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো নিরাপত্তা বাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা, রাঙামাটি হামলার নিরপেক্ষ তদন্ত, সহিংসতার ক্ষতিগ্রস্ত-দের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, বেসামরিকরণ, ভূমি অধিকার ও পুলিশী ক্ষমতা হস্তান্তরসহ চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন এবং সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া।

বান্দরবানে ইউপিডিএফ কার্যালয়ে জেএসএস সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বান্দরবানের জেলা সদরের বালাঘাটা বাজারে অবস্থিত ইউপিডিএফ কার্যালয়ে সন্তু সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে গত ২৪ আগস্ট বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিলউইমেন্স ফেডারেশন ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ।

খাগড়াছড়ি সদরে মহাজনপাড়া সূর্যশিখা ক্লাব থেকে বিকাল ৩টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ও উপজেলা ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি আপ্রুসি মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময় জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা আন্দোলনের কথা বলে থাকলেও সরকারের বিরুদ্ধে এযাবৎ কোন কর্মসূচী দেয়নি। অতীতে যতবার তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কঠোর কর্মসূচীর কথা বলেছেন ততবার ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলেছেন। সর্বশেষ গত ২৮ জুন ঢাকায় চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকের পর সরকারের প্রতি হুশিয়ারী দিয়ে সাংবাদিকদের বলেন চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে পাহাড়ের পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে। এই হুশিয়ারী দেয়ার পর তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কোন কর্মসূচী না দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের গণমানুষের সংগঠন ইউপিডিএফ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা-আক্রমন জোরদার করেছে। সর্বশেষ ২৩ আগস্ট বান্দরবানের বালাঘাটা বাজারে সন্তু লারমার নির্দেশে তার সন্ত্রাসী ক্যাডাররা ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ে হামলা ও সংগঠনের নেতা কর্মীদের উপর আক্রমন চালায়।

বক্তারা আরো বলেন, ২৩ আগস্ট রাত আনুমানিক ৮.৩০টার সময় সেনাবাহিনী ও বান্দরবান থানা পুলিশ হামলাকারী সন্ত্রাসীদের সাথে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বান্দরবান জেলার আহ্বায়ক বিক্রম তঞ্চঙ্গ্যাসহ তিন নেতা কর্মীকে বিনা কারণে আটক করে। সমাবেশ থেকে বক্তারা বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্তু লারমার নির্দেশে সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ, খুনি ও দুর্নীতিবাজ সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারণ এবং গ্রেফতার, অবিলম্বে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যুব ফোরামের তিন নেতা কর্মীকে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার দাবী জানান।

এছাড়া দিঘীনালা, পানছড়ি এবং মহালছড়িতেও ঘটনার প্রতিবাদে তিন গণতান্ত্রিক সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাম্বু চাঁরের খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবি

ঢাকায় জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ

নঁওগায় ধামুরাইহাটে ভূমি জবর দখলের উদ্দেশ্যে বাঙালি কর্তৃক জাম্বু চাঁরে নামে এ সাঁওতাল কৃষককে হত্যার প্রতিবাদে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গত ১২ আগস্ট ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করে। জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল স্মৃতি চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি জাফর হোসেন, জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সংগঠক জাকির হোসেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা এবং বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন কেন্দ্রী সভাপতি সামিউল আলম। উপস্থিত থেকে সংহতি জানান জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ এর আহ্বায়ক মাসুদ খান। সভা পরিচালনা করেন অংগ্য মারমা।

সমাবেশে থেকে বক্তারা নঁওগায় ভূমি জবর দখলকে কেন্দ্র করে ভূমি দস্যুদের হামলায় নিহত জাম্বু চাঁরের হত্যাকারী জয়নাল, মোজাম্মেল গংদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।

বক্তারা আরো বলেন, সমতলের সাঁওতাল জাতিসত্তাসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে হত্যা, ভূমি জবরদখল, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অবিলম্বে এসকল জবরদস্তিমূলক ভূমি বেদখল সহ সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধের দাবী জানান। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে সংবিধানে জাতিগত স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে একটি মিছল বের করা হয়। মিছিলটি প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়ে পল্টন মোড়ে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

এদিকে একই দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

এদিকে ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা, জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল স্মৃতি চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা এক যুক্ত বিবৃতিতে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে জাম্বু চাঁরের হত্যাকারীদের গ্রেফতার, তার পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ, সংখ্যালঘু সাঁওতাল জাতির জনগণের ওপর নির্যাতন বন্ধ ও তাদের জমি বেদখল রোধ করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ অফিস পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ-এর কার্যালয় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা। গত ২২ আগস্ট বুধবার রাত আনুমানিক ২:৩০টার দিকে ৪-৫ জন সন্ত্রাসী অফিসে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ ও স্বনির্ভর বাজারের নাইট গার্ডরা আগুন নেভাতে সক্ষম হওয়ায় অফিসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। তবে অফিসের ফোর ম্যাটের কিছু অংশ, প্লাস্টিকের চেয়ার ১টি ও পাপোস পুড়ে যায়। এছাড়া টি টেবিলের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ইউপিডিএফ নেতা আগুন নেভাতে সাহায্য করার জন্য পুলিশ ও নাইট গার্ডদের ধন্যবাদ জানান। ঘটনার জন্য সন্তু গ্রুপকে দায়ি করে তিনি বলেন 'সরকারের দালাল সন্তু লারমা চক্র ইউপিডিএফকে রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর বর্তমানে দল রক্ষার মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে সন্ত্রাসী ভাড়া করে ইউপিডিএফের নেতা কর্মী সমর্থক ও সম্পত্তির ওপর নতুন করে আঘাত হানতে শুরু করেছে। কিন্তু তার এই অসৎ উদ্দেশ্য কোন দিন সফল হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তার সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতির সমুচিত জবাব দেবে।'

মাটিরাঙ্গার তবলছড়িতে পাহাড়িদের উপর সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তবলছড়িতে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা চালিয়েছে সেটেলাররা। গত ৪ আগস্ট শনিবার রাতে মাষ্টার পাড়া ও কদমতলী গ্রামে পাহাড়িদের উপর সেটেলাররা এ হামলার চেষ্টা চালায়। এতে পাহাড়িদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দেয়। সেটেলারদের হামলার ভয়ে পাহাড়িরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে অনেকে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। একটি ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেটেলাররা এ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

জানা যায়, ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ৭ টার দিকে তাইন্দং থেকে একজন স্বর্ণকারসহ তিন ব্যক্তি মোটর সাইকেল যোগে তবলছড়ির দিকে আসার পথে লাল মিয়া বাগান নামক স্থানে পৌঁছলে কে বা কারা একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটায়। এ ঘটনার পর পরই সেটেলাররা হৈ হুল্লা করে গাড়ি যোগে পাহাড়িদের গ্রামে হামলার চেষ্টা চালায়। এ সময় তারা দুইজন পাহাড়ি যুবককে মারধর করে। এতে পাহাড়িদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দেয়। পরে সেটেলাররা জড়ো হয়ে ডাক বাংলা এলাকায় মিছিল বের করে পাহাড়ি বিরোধী স্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করলে পাহাড়িরা আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেটেলারদের হামলার ভয়ে মাষ্টার পাড়া ও কদমতলী গ্রামের পাহাড়িরা ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় এবং অনেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়। রাত আনুমানি ১১টা পর্যন্ত সেটেলাররা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। পরে অবশ্য বিজিবি সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে একটি শক্তিশালী মহলের প্রত্যক্ষ মদদে দীর্ঘদিন ধরে একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে সেটেলারদের লেলিয়ে দিয়ে এ গোষ্ঠিটি ফায়দা লুটতে চায়। তিনি এ গোষ্ঠিটির পাতা ফাঁদে পা না দিয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন ও অবিলম্বে পাহাড়িদের উপর হামলার চেষ্টাকারী ও উস্কানিদাতাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ

শেষ পাতার পর

এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান জানিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হওয়া।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সুমেন চাকমা ও থুইক্যচিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড (পিএসএস)-এর সাধারণ সম্পাদক আনন্দ প্রকাশ চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভানেত্রী নিরুপা চাকমা ও দিঘীনালা নারী সমাজের সভানেত্রী সুমতি চাকমা।

সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি এবং মাতৃভাষায় সকল জাতিসত্তা ও ভাষা-ভাষীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দাবিতে ঢাকায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ র‍্যালি বের করে।

শিক্ষা দিবস পালিত

সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর দাবি

সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি এবং মাতৃভাষায় সকল জাতিসত্তা ও ভাষাভাষীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণের দাবি জানিয়েছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। গত ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজু ভাস্কর্যের সামনে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তারা এ দাবি জানান। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা মিঠুন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মিনহাজ আহমেদ ও সাম্যবাদী ছাত্র প্রতিনিধি কেফিউস হেমরম। এছাড়া জেএসএস(এমএন লারমা) সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদও সংহতি প্রকাশ করেছে। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অগ্রজনি মারমা ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার সভ্য সমাজের মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সরকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ভাষাগুলোর বিকাশ ঘটানো দূরের কথা, বরং সেগুলো ধ্বংস করার জন্য ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকারসহ নিজ জাতিসত্তার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ছাত্র সমাজকে সোচ্চার হতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশ কখনই এক জাতির দেশ নয়, এটি একটি বহুজাতি অধ্যুষিত ও বহুভাষিক রাষ্ট্র। বাঙালি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রধান জাতি হলেও এদেশে ৪৫টির অধিক সংখ্যালঘু জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি ভিন্ন বাংলাদেশের অন্য সকল জাতি ও ভাষাভাষী জনগণের উপর উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিয়েছে।

বক্তারা অবিলম্বে সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু পূর্বক শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি মেনে নেয়া, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও বৈষম্যমূলক শিক্ষা নীতি বাতিলের দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি রাজু ভাস্কর্য থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এদিকে একই দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের দক্ষিণ গেট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে কলেজ মাঠে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা কলেজ শাখার সভাপতি অশেন চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য উলাসং মারমা। এছাড়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে থুইচিং মারমা ও জীবন চাকমা বক্তব্য রাখেন। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সোনারন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মী গ্রেফতারের প্রতিবাদে

নান্যাচর উপজেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত

রাঙামাটির নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক গত ৫ সেপ্টেম্বর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর উচ্চ বিদ্যালয় শাখার দপ্তর সম্পাদক ও দশম শ্রেণীর ছাত্র সোহেল চাকমাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ডাকে নান্যাচর উপজেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। অবরোধ চলাকালে উপজেলার সড়ক ও নৌপথে কোন যান চলাচল করেনি।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা ও নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অমিল চাকমা এক যৌথ বিবৃতিতে সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি সফল করায় উপজেলার সকল যান মালিক, শ্রমিক ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করে সেনাবাহিনী নান্যাচরে একের পর এক পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানি করে চলেছে। গতকাল সোহেল চাকমাকে বিনা কারণে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। এ সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তারা মুক্তিকামী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা দৃঢ়ভাবে বলেন, যতই ধরপাকড়, নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হোক না কেন অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কোন অপশক্তিই দমিয়ে রাখতে পারবে না। যতই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করা হবে ততই আন্দোলনের গতি তীব্রতর হবে।

নেতৃদ্বয় অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত সোহেল চাকমাকে নিঃশর্ত মুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধের দাবি জানান।

এ ছাড়াও গত ৯ সেপ্টেম্বর নান্যাচর উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ।

সোহেল চাকমা জামিনে মুক্ত

গত ৯ সেপ্টেম্বর সোহেল চাকমা রাঙামাটি জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে নান্যাচর থানা থেকে রাঙামাটি জেলে পাঠানো হয়।

গত ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুর ১২টার সময় মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ছাত্র সমাবেশ সফল করতে কুপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের সময় নান্যাচর বাজার থেকে সেনাবাহিনী সোহেল চাকমা, সুপায়ন চাকমা ও প্রশান্ত চাকমাকে গ্রেফতার করে। পরে সেনা জোন থেকে দুপুর ২টার দিকে সুপায়ন চাকমা ও প্রশান্ত চাকমাকে ছেড়ে দিলেও সোহেল চাকমাকে থানায় হস্তান্তর করা হয়।

দিঘীনালায় সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে

শেষ পাতার পর

করার পরে পরেই স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি টিম মঞ্চে বয়ে আনে শবদেহ। এতে ইউপিডিএফ'এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সম্মান জানান, স্বেচ্ছাসেবক টিম হ্যান্ডস্যালুট প্রদান করে শহীদদ্বয়ের প্রতি সম্মান জানায়। এ সময় রেকর্ডপ্লেয়ারে বেজে উঠে বিউগলের করুণ সুর দি লাস্ট পোস্ট। এর পরে পরে শহীদ পরিবারবর্গ, ইউপিডিএফভুক্ত সংগঠনসমূহ গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম-পিসিপি-এইচডব্লিউএফ, সাজেক নারী সমাজ, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান, বোয়ালখালি মৌজা হেডম্যান ত্রিদিব দেওয়ান, এবং বোয়ালখালি ইউপি চেয়ারম্যান কালাবন চাকমা, সমাজকর্মী-ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, এলাকাবাসী ও স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণ সম্পন্ন হলে উপস্থিত সর্বস্তরের জনতা শহীদদ্বয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দু'মিনিট নিরবতা পালন করেন। এর পরেই শুরু হয় সমাবেশ। সমাবেশে ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত খীসার শোকবার্তা পড়ে শোনানো হয়। ইউপিডিএফ দীঘিনালা-বাঘাইছড়ি সাংগঠনিক জেলা ইউনিট-এর সভাপতি শান্তিদেব চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় সদস্য প্রদীপন খীসা, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা, জেএসএস (লারমা) দীঘিনালা শাখার সভাপতি যুগল চাকমা, ডিওয়াইএফ সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ দীঘিনালা উপজেলা ইউনিট-এর সংগঠক মিল্টন চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউপিডিএফ নেতা অংগ্য মারমা। পার্টি সভাপতির শোকবার্তা পড়ে শোনান এইচডব্লিউএফ নেত্রী মল্লি চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বৈধ্যং মিয়াং ও রমেশ চাকমাকে কাপুরুষোচিতভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করার জন্য সন্তু লারমাকে দায়ী করেন। বক্তাগণ সন্তু লারমাকে সরকারের পোষ্যপুত্র, দালাল, জাতীয় বেঈমান বলে আখ্যায়িত করেন।

সমাবেশে উপস্থিত ছাত্র-যুব-জনতা সন্তু লারমার ধ্বংসাত্মক জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রতি ধিক্কার দেন, তীব্র নিন্দা জানান। বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সন্তু লারমাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-সেটেলার নির্যাতন, নারী ধর্ষণের মত প্রতিবাদে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রাঙামাটি হামলার প্রতিবাদে দক্ষিণ

শেষ পাতার পর

প্রতিনিধি ও জুম্মরা মিলে ৪৫ জন অংশ নেন। এ সময় তারা বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শন করেন। জেপিএনকের সাধারণ সম্পাদক ছোট চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক জিকো চাকমা, সমাপ্তি চাকমা, শান্তি জীবন চাকমা, কানন চাকমা ও কোরিয়ার বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী হোটায়েগ লি(Hotaeg Lee)।

বক্তব্যগুলো অনুবাদ করে দেন জেপিএনকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে উপদেষ্টা রনেল চাকমা।

বক্তারা রাঙামাটিতে সংঘটিত হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং দোষীদের শাস্তি দাবি করেন। জিকো চাকমা পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েমের দাবি জানান। সমাপ্তি চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতন, ধর্ষণসহ অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি জানান।

কোরিয়ার মানবাধিকার কর্মী হোটায়েগ লি জুম্ম জনগণের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

বিক্ষোভের শেষ দিকে অংশগ্রহণকারীরা রাঙামাটি হামলার প্রতিবাদে ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। বিক্ষোভ শেষে জেপিএনকের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর লেখা একটি স্মারকলিপি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে হস্তান্তর করেন।

বেতছড়ির বড়নালে সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের জায়গা বেদখলের চেষ্টা, দুই ব্যক্তি মারধরের শিকার

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি ইউনিয়নের বেতছড়ির বড়নালে পাহাড়িদের রেকর্ডিয় ও ভোগদখলীয় জায়গা জোরপূর্বক বেদখলের চেষ্টা চালিয়েছে সেটলাররা। এ সময় পাহাড়িরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পাহাড়িদের জায়গা বেদখল করে সেটলাররা ঘর তুলতে গেলে গত ১৬ সেপ্টেম্বর এ ঘটনা ঘটে। পাহাড়িদের প্রতিরোধের মুখে জায়গা বেদখলে ব্যর্থ হয়ে পরদিন সেটলাররা খাগড়াছড়ি বাজারে বেতছড়ি এলাকার দুই পাহাড়িকে মারধর করে আহত করে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এছাড়া বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এ ঘটনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

ভূমি বেদখল প্রচেষ্টার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

জানা যায়, গত ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুর ১টার দিকে সুব্রত নন্দ দাস খাগড়াছড়ি শহরের শালবন ও তুয়াছড়ি সেটলার পাড়া থেকে ৪০/৫০ জনের একদল সেটলার নিয়ে ২৬৪ নং তুয়াছড়ি মৌজার বেতছড়ির বড়নাল গ্রামের বাসিন্দা মৃত হরি কুমার চাকমার ছেলে জমিত লাল চাকমা(৫০) ও অমৃত লাল চাকমা এবং কলমধ্বজ চাকমার রেকর্ডিয় ও দখলীয় প্রায় ১৩ একর জায়গার উপর ঘর তুলতে যায়। এ খবর পেয়ে পাহাড়িরা সেটলারদের বাধা দিতে গেলে উভয় পক্ষে মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সেটলাররা পাহাড়িদের তিনটি ঘর ভাঙচুর করে। পাহাড়িরাও অবৈধভাবে তৈরি করা সেটলারদের ঘরগুলো ভেঙে দেয়। পরে স্থানীয় সেনা ক্যাম্প থেকে এক দল সেনা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এরপর বিকালে খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।

কমলছড়ি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বার মো: শাহজাহান পাহাড়িদের জায়গা বেদখল করতে সেটলারদের উস্কে দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এ ঘটনার পরদিন ১৭ সেপ্টেম্বর ভুয়া ইস্যু সৃষ্টি করে বাঙালি ছাত্র পরিষদের ব্যানারে সেটলাররা খাগড়াছড়ি শহরে পাহাড়ি বিরোধী মিছিল বের করে। মিছিল শেষে ফিরে যাবার পথে সেটলাররা খাগড়াছড়ি বাজারের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত শিশু প্রাইমারী স্কুলের সামনে বেতছড়ি এলাকা থেকে আসা রত্নাকর চাকমা(৩২) ও বাবুল চাকমা(২৫) নামে দুই পাহাড়ির ওপর হামলা চালায়। সেটলাররা তাদেরকে বেদম মারধর করে আহত করে এবং অপহরণ করার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি ৮ম পাতায় দেখুন

কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ বসতিতে হামলা, বিহার ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ

কক্সবাজারের রামুসহ উখিয়া, টেকনাফ ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় হামলা, ভাঙচুর, বিহার ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) ও বিভিন্ন সংগঠন ঢাকা, খাগড়াছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেল ৫ টায় ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) কক্সবাজারের রামু সহ উখিয়া, টেকনাফ ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় হামলা, বাড়িঘর-দোকানপাট ও বৌদ্ধ বিহার পুড়িয়ে দেয়ায় ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ইউপিডিএফ-এর নেতা মিঠুন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা এতে বক্তব্য দেন। তারা রামুতে সংঘটিত সহিংস হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি-র দাবি করেন।

এর আগে বিকেল ৩টার দিকে প্রেস ক্লাবে ঘটনার প্রতিবাদে আহূত ১৪টির মত বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের মানব বন্ধনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ইউপিডিএফও অংশ নেয়।

মানব বন্ধনে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারের অধ্য শুদ্ধানন্দ মহাথেরসহ বেশ কজন ব্যক্তি বক্তব্য দেন। বক্তারা গতকালের রামু সহিংস ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে

পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি বসতবাড়ি ও দোকানপাট-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের নিন্দা জানান। দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তাসমূহের জনগণের জান-মাল নিয়ে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বলে বক্তারা সংশয় ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে রাঙামাটির কুদুকছড়িতে বিকাল সাড়ে ৩টায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। বিকাল ৪টায় কুদুকছড়ি বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে থেকে একটি বিরাট মিছিল শুরু হয়ে কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার বিদ্যালয় ফটকের সামনে এসে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল চাকমা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া গত ১ অক্টোবর গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। "দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি জাগ্রত হোন, আক্রান্ত জনগণের পাশে দাঁড়ান" এই আহ্বানে সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে ৮ম পাতায় দেখুন

রাঙামাটি হামলার প্রতিবাদে দক্ষিণ কোরিয়ায় বিক্ষোভ

জাতীয় ডাক ডেস্ক ‖ ২২-২৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর সেটলার হামলার প্রতিবাদে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বিক্ষোভ হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসরত জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক কোরিয়া গত ২ অক্টোবর সকালে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে প্রেস কনফারেন্স নাম দিয়ে এই বিক্ষোভের আয়োজন করেছে।

এই বিক্ষোভে এনজিও কর্মী, বিবিএস টেলিভিশনের ১১ পাতায় দেখুন

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ

সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা সিলেট প্রেস ক্লাবের সামনে হিল ট্রাক্টস স্টুডেন্ট ফোরামের ব্যানারে মানববন্ধন করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২।

ঢাকায় জাতীয় যাদুঘরের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতি, কাজলং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও আদিবাসী প্রকৌশলী সমিতি যৌথভাবে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২।

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে আমেরিকান জুম্ম কাউন্সিলের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২।

রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক কোরিয়া(JPNK)-এর বিক্ষোভ। ২ অক্টোবর ২০১২।

সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগের আহ্বান ৭ সংগঠনের

পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত ইউপিডিএফ'র সহযোগী ৭টি সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, সাজেক নারী সমাজ ও মিলাছড়ি নারী সমাজ গত ২৩ সেপ্টেম্বর রোববার দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটিতে পাহাড়িদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত সেটলারদের পরিকল্পিত হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সন্তু লারমাকে ঠুঁটো জগন্নাথ মার্কা আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছে।

বিবৃতিতে ৭ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, গত চৌদ্দ বছরেও সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করে নি, বাস্তবায়ন করার সদিচ্ছাও সরকারের নেই। অথচ চুক্তির নাম ভাঙিয়ে শেখ হাসিনার সরকার দেশে-বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনা অনেক পুরস্কার-ডিগ্রিও কামিয়েছেন। অন্য দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের উপর চলছে একের পর এক সহিংস আক্রমণ। গতকাল শনিবার রাঙামাটিতে সংঘটিত ঘটনা এর ধারাবাহিকতারই অংশ মাত্র। অথচ তারপরও সন্তু লারমা ব্যক্তি খায়েশ চরিতার্থের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদের গদি আঁকড়ে রয়েছেন।

বিবৃতিতে ৭ সংগঠনের নেতারা আরও বলেন, সন্তু লারমার উচিত ১৯৯২ সালে তৎকালীন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের মতো আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগপূর্বক সরকার ও সেনাবাহিনীর উগ্র সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে প্রতিবাদ জানানো ১১ পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইউপিডিএফের দুই সদস্য নিহত

সর্বোচ্চ সম্মানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

খাগড়াছড়ির দিঘীনালার উপজেলা কামকাছড়ায় জেএসএস সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইউপিডিএফ-এর দুই সদস্য নিহত হয়েছে। নিহত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম বৈথাং খিয়াং (১৮), পিতা-মৃত চিংচাউ খিয়াং, গ্রাম- গুড়ুকং পাড়া, বান্দরবান সদর ও রমেশ চাকমা (১৮ পিতা- বল্যা চাকমা, গ্রাম-নৌকা ছড়া, দিঘীনালা।

গত ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কামকা ছড়ায় ইউপিডিএফ সদস্যদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় ইউপিডিএফ সদস্যরা ভাত খাওয়ার জন্য একটি বাড়িতে আসছিলেন। সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঘটনাস্থলে ইউপিডিএফ-এর উক্ত দুই সদস্য নিহত হয়। সন্ত্রাসীরা তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

গত ২২ সেপ্টেম্বর বিকেল সোয়া চারটায় দীঘিনালায় ইউপিডিএফ-এর দুই শহীদ বৈথাং খিয়াং ও রমেশ চাকমার প্রতি সর্বোচ্চ দলীয় সম্মান প্রদর্শন এবং শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

দুপুর ২:১১ মিনিটে দীঘিনালা বনবিহার মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপিডিএফ-এর দলীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ইউপিডিএফ কর্মীদের একটি চৌকস স্বেচ্ছাসেবক দল আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পতাকা অর্ধনমিত ১১ পাতায় দেখুন